শ্রীশ্রীআল্‌বর্‌নাথের লীলাবলী
ও
দ্বাদশ আল্‌বর্‌

গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা-৩

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্‌

শ্রীশ্রী আল্‌বর্‌নাথের লীলাবলী

ও

দ্বাদশ আল্‌বর্

গৌড়ীয় মিশন

বাগবাজার, কলকাতা

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

প্রকাশকের নিবেদন

'আল্‌বর্‌' শব্দটি তামিল সাহিত্যেই দেখা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের প্রাচীন সিদ্ধ মহাপুরুষগণকে এই নামে অভিহিত করা হইত। জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রাচীন আলালনাথ মন্দির সংস্কার ও উজ্জ্বলতা বিধানকার্যে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিবার সময় "আলালনাথ শব্দটি আল্‌বর্‌নাথ" শব্দেরই অপভ্রংশ ইহা সর্বপ্রথম প্রচার করেন এবং আলালনাথ ও দ্বাদশ আলবর সংক্রান্ত তথ্যাদি গৌড়ীয়, সজ্জনতোষণী আদি পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশ করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় সর্বপ্রথম "দ্বাদশ আল্‌বর্‌" পুস্তিকাটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে উৎকল ভাষায় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন সাধু মহারাজের সম্পাদনায় "শ্রী আল্‌বর্‌নাথের লীলাবলী" পুস্তিকাটিও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্বাদ ও শুভ ইচ্ছায় "শ্রীশ্রী আল্‌বর্‌নাথের লীলাবলী ও দ্বাদশ আল্‌বর্‌"-পুস্তিকা দুইটি একত্র সংযোজিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেন।

এই গ্রন্থের মধ্যে দক্ষিণদেশীয় দিব্যসূরী বা মহাপুরুষগণের অলৌকিক ভজনীয় মাহাত্ম্যের কথা ও শ্রীআল্‌বর্‌নাথের লীলাবলির কথা জানিতে পারিবেন। মুদ্রনজনিত ভুল ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। পাঠকগণ সারগ্রাহী হইয়া পাঠ করিলে আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

ইতি—

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ,
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও
অন্নকূট মহোৎসব
২৪ অক্টোবর, ২০১৪

সূচীপত্র

শ্রীশ্রী আল্‌বর্‌নাথের লীলাবলী

প্রথম সংস্করণ ঃ
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮
পুনঃপ্রকাশ ঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব
২৪শে অক্টোবর, ২০১৪

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্‌বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

স্তবঃ

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং সুভাঙ্গম্ ॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগির্ভিধ্যানগম্যং।
বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্ ॥
শুক্লাম্বরধর বিষ্ণু শশীবর্ণং চতুর্ভূজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপসান্ত যে ॥

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে সমুদ্রের তীরে তীরে দক্ষিণে যাইতে প্রায়২০ কি.মি. দূরে 'ব্রহ্মগিরি' বা 'আলালনাথ' নামক এক সুপ্রাচীন দিব্যস্থান বিরাজমান আছে। কথিত আছে যে, এইস্থানে ব্রহ্মা সত্যযুগে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসনায় মগ্ন ছিলেন। ব্রহ্মার তপস্যার স্থান বলিয়া এই স্থানের নাম 'ব্রহ্মগিরি' হইয়াছে। কিংবদন্তিতে জানা যায় যে, যখন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রহ্মাকে নিমন্ত্রন করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা ব্রহ্মালোক হইতে প্রথম এই স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম ব্রহ্মগিরি হইয়াছে।

সুপ্রাচীনকাল হইতেই দক্ষিণদেশ শ্রীনারায়ণপরায়ণ ভক্তগণ দ্বারা অধ্যুষিত

আচার্য্য শ্রীরামানুজের বহুপূর্ব হইতেই বহু সিদ্ধ-মহাপুরুষ দক্ষিণ দেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে শ্রীহরিভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীসম্প্রদায়ের ইতিহাস লেখক শ্রীঅনন্তাচার্য তাঁহার 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থে দ্বাদশজন পূর্ব 'দিব্যসূরির' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দিব্যসূরি অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদগণকে তামিল ভাষায় 'আলোয়ার' বা 'আলবর' বলা হয়।

অর্থ—এই দ্বাদশজন দিব্যসূরির নাম হইল—কাসার, ভূত, মহদাহ্বয়, ভক্তিসারা, শ্রীমচ্ছঠারি, কূলশেখর, বিষ্ণুচিতাঃ, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, মুনিবাহ, চতুর্স্কবরীন্দ্রা, গোদা, যতীন্দ্রমিশ্র। এই দিব্যসূরি বা ভগবৎপার্ষদগণকে তামিল ভাষায় 'আলোয়ার' বা 'আলবর' বলা হয়।

ব্রহ্মার ভজনসিদ্ধিস্থান ব্রহ্মগিরি নির্জনতা ও পবিত্রতায় শ্রীনারায়ণ উপাসনায় বিশেষ অনুকুল বলিয়া দক্ষিণদেশের কতিপয় দিব্যসূরি বা আলোয়ার এইস্থানে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি স্থাপন করিয়া পাঞ্চরাত্রিক বিধিমতে শ্রীঅর্চ্চাবতারের পূজা করিয়াছিলেন। 'আল্‌বার' বা 'আলোয়ার'গণের নাথ বা প্রভু বলিয়া খ্যাত হন এবং ব্রহ্মগিরির কিছু অংশ আলোয়ারনাথের নামানুসারে 'আল্‌বারপত্তনম্‌', 'অল্‌বার্‌পাটনা' আলারপুর প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত

১। কাসার-ভূত-মহদাহ্বয়-ভক্তিসারাঃ, শ্রীমচ্ছঠারি-কুলশেখর-বিষ্ণুচিত্তাঃ,
ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু-মুনিবাহ-চতুর্স্কবরীন্দ্রা-, স্তে দিব্যসূরয় ইতি প্রথিতা দশোর্য্যাম্‌ ॥

গোদা যতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্‌ বিদুর্বুধাঃ ॥
বিসৃজ্য গোদাং মধুরকবিনা-সহ সত্তম।
কোচিদ্‌ দ্বাদশসংখ্যাতান্‌ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ ॥

(শ্রীপ্রপন্নামৃতম্‌ ৭৪।১৫-১৭)

* গ্রন্থকার-বিরচিত 'দ্বাদশ আলবর' গ্রন্থে দিব্যসূরিগণের চরিত ও তৎসম্পাদিত পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয় পত্রে (২২শ বর্ষ ১১-১৪শ সংখ্যা, ২৩ শে অক্টোবর ১৯৪৩) তদ্রচিত 'শ্রীদ্রবিড়াম্নায়' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। আল্‌বর্‌নাথ বা আলোয়ারনাথের অপভ্রংশ হইতেই 'আলালনাথ' শব্দের প্রচলন হইয়াছে।

দক্ষিণদেশের আলোয়ার বা দিব্যসূরিগণের দ্বারা আল্‌বর্‌নাথ অর্চিত হইবার পর দক্ষিণদেশের 'কোমা'-ব্রাহ্মণগণের হস্তে আল্‌বর্‌নাথের পূজা ন্যস্ত হয়। দক্ষিণদেশ হইতে ১২ শত ঘর কোমা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মগিরিতে আসিয়া বাস করেন এবং পর্যায়ক্রমে আল্‌বর্‌নাথের সেবা করিতে থাকেন। কিংবদন্তি এই যে, কোনো এক সময় উক্ত কোমা-ব্রাহ্মণগণের অন্যতম পূজারী শ্রীকেতন বিপ্রকার্য উপলক্ষে বিদেশে গমন করেন এবং নিজ অল্পবয়স্ক পুত্র শ্রীমধুসূদন দাসকে 'আল্‌বর্‌নাথের' নিত্যপূজার ভার অর্পণ করিয়া যান। সরল হৃদয় ব্রাহ্মণবটু শ্রীমধুসূদন দাস তাঁহার সাধ্যমত কিছু ক্ষীরভোগাদি রন্ধন করিয়া 'আল্‌বর্‌নাথের' নিকট অর্পণ করিলেন এবং নিবেদনমন্ত্র না জানায় ঠাকুরকে বলিলেন,—"প্রভো! আমি অতি অজ্ঞবালক, আপনার মন্ত্রতন্ত্র জানি না; আমার পিতা বিদেশে গমন করিয়াছেন, আপনি কৃপাপূর্বক এই ভোগ গ্রহণ করুন।" আল্‌বর্‌নাথের নিকট এই প্রকারে ভোগ নিবেদন করিয়া সেই বালক শ্রীমধুসূদন দাস ভোগ-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং বহির্দেশে আসিয়া বয়স্যগণের সহিত বালক-সুলভ ক্রীড়াদিতে প্রমত্ত হইলেন। বালকের মাতা পুত্রকে এইরূপ খেলাধুলায় প্রমত্ত দেখিয়া ঠাকুরের ভোগ সমাপ্ত হইয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করায় বালক বলিলেন,—"আমি ঠাকুরকে ভোগ দিয়াছি।" ইহা শুনিয়া বালকের মাতা বলিলেন,—'ভোগ দিবার কিছুক্ষণ পর ভোগ সরাইতে হয় এবং সেই প্রসাদ গৃহে লইয়া আসিতে হয়।' বালক মাতার আদেশ মত ভোগ-মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, ভোগপাত্রে যে-সকল বস্তু প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই অবশিষ্ট নাই। বালক সেই কথা মাতাকে জানাইলেন। বালকের মাতা ইহা বিশ্বাস করিলেন না দেখিয়া বালক মাতাকে ভোগ-মন্দিরে লইয়া গিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। বালকের মাতার ইহাতেও

বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে করিলেন, হয়ত বালকই চাপল্যবশত শ্রীনারায়ণের সমস্ত ভোগ খাইয়া ফেলিয়াছে এবং প্রহারের ভয়ে এইরূপ মিথ্যা কথা বলিতেছে। কিন্তু ক্রমাগত কয়েকদিনই বালক মাতার সম্মুখে এরূপভাবে ঠাকুরকে ভোগ-প্রদান এবং কিছুকাল পরে ভোগ-মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিয়া দেখাইলেন যে, সত্যসত্যই আল্‌বর্‌নাথ সমস্ত ভোগ নিঃশেষিতরূপে গ্রহণ করেন। বালকের মাতা ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বালককে বলিলেন,— "তোর পিতা ষোড়শোপচারে আল্‌বর্‌নাথের সেবা করেন কিন্তু ভগবান এইরূপভাবে সমগ্র সামগ্রী ভক্ষণ করেন নাই। আর তুই ভগবানের পূজাবিধি, এমনকি, ভগবন্মন্ত্রো উচ্চারণে পর্যন্ত অনভিজ্ঞ, তথাপি ভগবান তোর প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন?" কিছুকাল পরে পূর্বোক্ত পূজারী ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণ পত্নী স্বামীর নিকট সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া পুত্রকে তৎপর দিবসই ঠাকুরের ভোগের সময় ভোগ-মন্দিরে লইয়া গিয়া, বালক কী প্রকারে নারায়ণকে ভোগ প্রদান করেন এবং শ্রীনারায়ণই বা কী প্রকারে গ্রহণ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিলেন। মধুসূদন দাস পূর্বের মত রন্ধন করিয়া আল্‌বর্‌নাথকে ভোগ প্রদান করিলেন। বালকের পিতা ভোগ মন্দিরের একপার্শ্বে লুকাইয়া রহিলেন ও ঠাকুরের পরমান্ন খাওয়া দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমধুসূদন ঠাকুরের পার্শ্বে আগের মতই ভোগ সমর্পণ করিলেন। শ্রীমধুসূদন বলিতেছেন,—"হে ঠাকুর! আমি আপনার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। আপনাকে নিবেদন করিতেও জানি না আমার পিতা না আসা পর্যন্ত আপনি এই পরমান্ন গ্রহণ করুন।"—ইহা বলিয়া বালক মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিলেন, এই সময় দ্বারদেশে লুক্কায়িত শ্রীকেতন ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে শ্রীনারায়ণ বালগোপাল রূপেতে মধুসূদনের প্রদত্ত সব গরম পায়স আগ্রহের সহিত ভোজন করিতেছেন। এই গরম পায়স ভোজন করার সময় পায়সের কিছু অংশ

ঠাকুরের মুখে ও হাতে এবং অঙ্গে লেগে ফোসকা হইয়া যায়। এই ঘটনা দেখিয়া শ্রীকেতন ব্রাহ্মণ, ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইয়া হাত ধরিয়া বলিলেন আপনি যখন সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন, তখন আমরা কী খাইয়া বাঁচিব?" শ্রীআল্‌বর্‌নাথ বলিলেন, আমি বালকের প্রীতিতে সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিতেছি।

"পূর্ণস্য পূর্ণ্যমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে"

ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ বস্তু। এই জগতে যাহা কিছু বস্তু তাঁহার ভোগের জিনিস, কেবল তিনিই ভোগ করিবেন। তাঁহার ভক্ত যে সব বস্তু তাঁহার পাশে নিবেদন করিলে ভগবান তাহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাঁহার শ্রীহস্ত দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ করেন। সেইজন্য তিনি হচ্ছেন পূর্ণ বস্তু। ভগবান হচ্ছেন ভাবগ্রাহী। তিনি ভক্তের ভাব গ্রহণ করেন ও ভাব অনুসারে ফলদান করেন। সেইজন্য ছোটো অজ্ঞ বালক মধুসূদনের প্রদত্ত নৈবেদ্য সাক্ষাৎ গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাহার পিতা শ্রীকেতন ব্রাহ্মণ দীর্ঘদিন ধরিয়া পূজা করিলেও তাহার ভোগ গ্রহণ করেন নাই। কারণ শ্রীকেতনের 'ঠাকুর'-এর ভোগের জিনিসের উপর নিজের ভোগ বুদ্ধি ছিল। সেইজন্য ঠাকুর তাহাকে বলিলেন—"আজ হইতে আমি তোমার দেওয়া কোনো জিনিস গ্রহণ করিব না। জগতের সমস্ত বস্তু আমার ভোজ্য। আমি কৃপাপূর্বক যে সমস্ত বস্তু প্রদান করি তাহা আমার অবশেষ ও আমার কৃপা, প্রসাদরূপে তোমাদের ভোগ করিবার অধিকার আছে। যেহেতু তুমি আমার ভোগের উপর ভোগবুদ্ধি করিলে, সেইজন্য তুমি এবং তোমাদের বংশ সহিত তোমরা ক্রমে ক্রমে নির্বংশ হইয়া যাইবে, কেবল তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ মোর নিত্যভক্ত মধুসূদনকে আমি বৈকুণ্ঠলোকে আমার কাছে স্থান প্রদান করিব।" শ্রীআল্‌বর্‌নাথ এইরূপ বলিবার পর দক্ষিণদেশের ১২০০ কোমা-ব্রাহ্মণ ঘর একে একে সমস্ত বিনিষ্ট হইয়া গেল। তাহাদের পরিবারে আর কেহই অবশিষ্ট রহিল না। শ্রীআল্‌বরনাথ কিছুদিনের জন্য

অপূজিত অবস্থায় রহিলেন, এইসময় শ্রীআল্‌বর্‌নাথ পুরীর রাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে স্বপ্নাদিষ্টা করিলেন এবং পুরীর রাজা শ্রীআল্‌বর্‌নাথ-দেবের জন্য সেবক এবং সেবার সমস্ত সামগ্রী জোগাড় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পুরী থেকে দুই ঘর বশিষ্ঠ গোত্রীয় ও এক ঘর ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিয়া ব্রহ্মগিরিতে স্থায়ীভাবে রাখিলেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণরা আল্‌বর্‌নাথের অর্চনকার্যে নিযুক্ত হইলেন এবং বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণরা ঠাকুরের শৃঙ্গার ও রন্ধন কার্যে নিযুক্ত হইলেন। এই তিনঘর ব্রাহ্মণ থেকে বাড়িতে বাড়িতে বর্তমানে ৬০ ঘর সেবক ব্রাহ্মণ পরিবার হইয়াছে। ইঁহারাই বর্তমানে আল্‌বর্‌নাথের সেবকরূপে সেবা করিয়া আসিতেছেন। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকজন 'সোয়ার' উপাধি লাভ করিয়া ঠাকুরের ভোগ রন্ধন করেন। আর কয়েকজন ব্রাহ্মণ (পূজাপাণ্ডা), ঠাকুরের পূজা-অর্চনাদি করেন। অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদের উপাধি **'শতপন্থি'**। ইঁহাদের শ্রীবিগ্রহসেবা করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এই সেবকরা পূজারী পাণ্ডাকে (অর্চনের) ধূপ, দীপ, প্রভৃতি সামগ্রী আনিয়া দেওয়া ও মন্দিরের দ্বার খোলা ও বন্ধ (পাহারা) সেবা করেন।

শ্রীআল্‌বর্‌নাথদেবের বিগ্রহ বর্ণন

শ্রীআল্‌বর্‌নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু তোরণ বেষ্টিত কমনীয় শ্রীনারায়ণ মূর্তি তোরণ সহ একটি কালা মুগুনি শিলাতে নির্মিত হয়েছে। শ্রীবিগ্রহের দুই পার্শ্বের নিম্নভাগে শ্রীদেবী ও ভূদেবী বিরাজিত, মধ্যভাগের দুইপার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিদ্যমানা আছে। তোরণের উর্ধ্বদেশে বেদপতি ব্রহ্মা ও শিব প্রার্থনা রত অবস্থায় আছেন। শ্রীবিগ্রহের চরণে ভক্ত গরুড় হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহের কর্ণে মকরকুণ্ডল, কণ্ঠদেশে রত্নহার, স্কন্ধে যজ্ঞউপবীত, পায়ে নূপুর, হাতে বাউটী ও অঙ্গুলীরত মুদ্রকাদি প্রস্তরে খোদিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। শ্রীবিগ্রহের উর্ধ্ব বাম-হস্তে শঙ্খ, ডান হস্তে চক্র; নিম্নহস্তের বামহস্তে গদা এবং আশীর্বাদ-সূচক অভয় মুদ্রা থাকা হাত পাপুলীতে পদ্ম ফুল শোভা পাইতেছেন।) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণনা অনুসারে শ্রীআল্‌বর্‌নাথ হচ্ছেন শ্রীজনার্দ্দন বিষ্ণু বিগ্রহ।

"পদ্ম সুদর্শন শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনং ॥"

(যজুর্বেদের প্রপন্নামৃতের বর্ণনা অনুসারে—শ্রীআল্‌বর্‌নাথ হচ্ছেন শ্রীজনার্দন বিগ্রহ।

তার্ক্ষ্যাদিরূঢ়ং তড়িদাম্বুদাভং লক্ষীধরং পঙ্কজাক্ষং।
আজানুবাহু কমনীয়গাত্রম বিষ্ণুদ্রুদ্রসুগবন্তমাদ্যং ॥
পার্শ্বদ্বয়ে ভূ, লীলং, হস্তদ্বয়ে শঙ্খং চক্রং।
চতুর্ভূজং, পীতাম্বরম সুন্দরং চন্দন ভূষিঙ্গং ॥

উড়িষ্যাতে সাধারণত মূল মন্দিরে অধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ অন্যস্থানে বিজয়

করেন না বলিয়া বিভিন্ন যাত্রা মহোৎসবে চলন্তি শ্রীমূর্তি বিজয় করেন। সেই জন্য ইহাকে 'বিজয় বিগ্রহ' বলা হয়। তবে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা সময়ে শ্রীবিগ্রহগণ বাহিরে আসেন। শ্রীআল্‌বর্‌নাথের শ্রীমন্দিরের জগমোহনে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ আর পতিত-পাবন আল্‌বর্‌নাথ বিরাজিত আছেন। যে-সকল অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তির মন্দির ভিতরে প্রবেশ নিষেধ সেই ব্যক্তিরা মন্দিরের বাহির দেশে থেকে পতিত-পাবন শ্রীআল্‌বর্‌নাথকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

বিজয় বিগ্রহ মদনমোহনেরই চন্দনযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা ও বিজয়া-দশমী ও দশহরা উৎসব উপলক্ষে বাহিরে বিজয় করেন। পুরীর শ্রীমদন মোহনের ন্যায় আল্‌বর্‌নাথেও অক্ষয় তৃতীয়া থেকে ২১ দিন ব্যাপী বিজয় বিগ্রহ মদনমোহনের চন্দন যাত্রা উৎসব হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে চন্দনসরোবর অবস্থিত। ইহাকে চন্দন পুস্করিণী বলা হয়। চন্দনযাত্রা উৎসব সময় প্রত্যেক দিন বিকাল সময়ে শ্রীমদনমোহনকে বিমানে বসাইয়া বাদ্য শঙ্খ, কাহলী, ছত্র এবং চামর আদি সংযোগে চন্দন সরোবরে লইয়া যাওয়া হয়। চন্দন সরোবরের অতি নিকটে দুইটি ঘর আছে সেই ঘরের মধ্যে শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীসরস্বতীদেবী এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দুই ভাই মূল মন্দির থেকে বিজয় করিয়া সেইস্থানে বিশ্রাম করেন। সেইখানে চন্দন ও কুঙ্কুম বিলেপন, নানাবিধ বনফুল দ্বারা—ঠাকুরের বেশ সাজানো হয় ও গ্রীষ্মকাল উপযোগী সুশীতল খাদ্য, পানীয় ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীমদন মোহনকে সেখানে অধিক রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করাইয়া দেবদাসীগণের দ্বারা নৃত্য সংগীত ও নানাবিধ বাদ্যগীত শ্রবণ করাইয়া নৌকার উপরে বসাইয়া চন্দনসরোবর মধ্যে বিহার করানো হয়। এইরকমভাবে মলয়চন্দন, বায়ুসেবন ও নৌকাবিলাসাদি করিয়া রাত্রি ১ টার সময় বাদ্য, শঙ্খ, করতাল সহিত বিমানে আরোহন করিয়া শ্রীমন্দিরে

প্রত্যাবর্তন করানো হয়। শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন কালে পাণ্ডাগণ গৌড় দেশের ভক্তগণের নিয়ম অনুসারে বাংলা ভাষাতে—

"নিতাই এলো ঘরে আমার ঘরে,
আমার গৌর এলো ঘরে"।

—এই কীর্ত্তনটি গান করেন।

শ্রীআল্‌বর্‌নাথের বিভিন্ন উৎসব ঃ—

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে পতিত পাবন জগন্নাথের স্নানযাত্রা পূর্ণিমা হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে রথযাত্রা হয় না। স্নান পূর্ণিমা থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবী অনবসরকালে থাকেন। সেই সময় শ্রীআল্‌বর্‌নাথকে ১৫ দিন ব্যাপী ভক্তগণ দর্শন করিয়া থাকেন। এখানে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মত মহাপ্রসাদ (অভড়া) বিক্রি হইয়া থাকে। এই সময়ে এখানে ভক্তদের প্রচুর সমাগম হইয়া থাকে। বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ ঠাকুরকে বিবিধ প্রকার নামসংকীর্তন দ্বারা সুখ প্রদান করিয়া থাকেন।

আল্‌বর্‌নাথের ক্ষীর (পরমান্ন) প্রসাদ বিশ্ব-প্রসিদ্ধ। সেইজন্য তাহার নাম "ক্ষীর খাওয়া আল্‌বর্‌নাথ"। প্রত্যেক ভক্ত আল্‌বর্‌নাথের ক্ষীর প্রসাদের জন্য লালায়িত থাকেন। অনবসর সময় হচ্ছে শ্রী আল্‌বর্‌নাথের মুখ্য উৎসব। শ্রাবণ পূর্ণিমাতে বিজয় বিগ্রহ মদন মোহন বিমানে আরোহণ করিয়া নিকটবর্তী উন্মুক্ত স্থানে বিজয় করেন। সেই স্থানে ঠাকুরের ভোগ আরতি পরিক্রমা হইয়া থাকে এবং নৃত্য গীত হইয়া থাকে। এই উৎসব রাখী পূর্ণিমা নামে খ্যাত। শ্রাবণ মাসে স্বর্ণ আভরণে বিভূষিত হইয়া থাকেন। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও আশ্বিন মাসে দশহরা উৎসব হইয়া থাকে। দশহরা উৎসবে বিজয় বিগ্রহ সিংহদ্বার পার্শ্বে আসেন, কার্ত্তিক মাসের এক মাস কাল মধ্যে ২৫ দিন দামোদরবেশ ৪দিন শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ বেশ এবং ১ দিন রাজ বেশ হইয়া থাকে। মাঘমাসে

অমাবস্যার একটি বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে এবং পূর্ণিমায় পুষ্পাভিষেক হইয়া থাকে। এই দিন ঠাকুরকে ১০৮ ঘটি পঞ্চতীর্থ জলে স্নান করানো হয়। স্নানের পরে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ভোগ—যথা, অন্ন, ব্যঞ্জন, পিঠে, পানা, পায়েস আদি নৈবেদ্য ঠাকুর ভোজন করেন। পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তি হইতে বসন্ত পঞ্চমী পর্যন্ত দীর্ঘ দুই মাসকালব্যাপী ঠাকুর শীতবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। তাহা বসন্ত পঞ্চমীর দিন শেষ হইয়া উৎসব হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা সময়ে শ্রীমদনমোহন বাদ্য, শঙ্খ, করতাল সংকীর্তন সহ ৫ দিন ব্যাপী নগর পরিক্রমা করিয়া থাকেন এবং দোলযাত্রার দিন দোল বেদিতে বসেন, দোল বেদির উপরে শ্রীমদন মোহনের বিভিন্ন প্রকার ভোগ হইয়া থাকে। চৈত্র মাসে রাম নবমী, আশোকাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে ২১ দিন চন্দন যাত্রা হইয়া থাকে। শ্রীআল্‌বর্‌নাথের দৈনিক ভোগ নিম্নলিখিত ভাবে হইয়া থাকে। (১) প্রাতঃকালে শয্যা উত্থান, মঙ্গল আরতি সূর্যপূজা, দ্বারপাল পূজা ও বাল্যভোগ হইয়া থাকে, (২) সকাল ৯ টার সময়,—সকাল ধূপ, এই সময় খিচুরি ভোগ হইয়া থাকে। (৩) ১২ টার সময়ে অন্ন, ডাল, তরকারি, পুষ্পান্ন, ভোগ হইয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরে ক্ষীর (পায়েস) ভোগ হইয়া থাকে। (৪) অপরাহ্ন সময়ে শ্রীআল্‌বর্‌নাথের মন্দির খোলা হয় ও ফলাদি সহিত মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে, (৫) সন্ধ্যা সময়ে সন্ধ্যা আরতি ধূপ বা দইপান্তা, ভাজা প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে। (৬) রাত্রি সময়ে—বড় শৃঙ্গার বেশ, এইসময়ে লাড্ডু প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে। সেবকগণের নিয়ম মত সেবার ভার আছে। ৩০ ঘর সেবকদের মধ্যে প্রতি মাসে ৫দিন করিয়া ৬ ঘর সেবক আল্‌বর্‌নাথের সেবা করিয়া থাকেন। প্রতিদিন ৭ জন সেবককে শ্রীআল্‌বর্‌নাথের সেবা করিতে হয়। শ্রীআল্‌বর্‌নাথের সেবার জন্য প্রায় দুইশত একর জমি আছে। সেবাইত, ঠাকুরের সিংহাসন বহনকারী, শিবিকা বহনকারী,

বিমান বহনকারী ও বিভিন্ন সেবকদের জন্য নির্দিষ্ট জমি দেওয়া হয়েছে। সেবকদের তালিকা অনুযায়ী পূর্বে গজপতি মহারাজ আল্‌বর্‌নাথের সেবানুকুল্য সাহায্য করিয়া থাকেন, কিন্তু বর্তমানে আর রাজার নিকট হইতে সাহায্য মেলে না। আল্‌বর্‌নাথের পরিচালনার ভার এখন ট্রাষ্টিবোর্ড ও উড়িষ্যার দেবোত্তর কমিশনার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

ইতিহাস হইতে জানা যায় যে,—শ্রীআল্‌বরনাথের মন্দির কতকাল যাবৎ নির্মিত হইয়াছে তাহার কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মন্দির প্রাঙ্গনে একটি কূপ, রন্ধনশালা এবং অপর পার্শ্বে দোলমণ্ডপ নির্দিষ্ট আছে। পূর্বে মন্দির পার্শ্ব স্থানে স্থানে কতিপয় গোলাকার গর্ত বিশিষ্ট একটি বড় প্রস্তর ছিল। সেই প্রস্তর খণ্ডটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর (সর্বাঙ্গ চিহ্ন) বলিয়া জানা যায়। ইতিহাস এই যে, শ্রীআলালনাথ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃপুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, তাহাতে কঠিন প্রস্তরও শ্রীগৌর-সুন্দরের অঙ্গ স্পর্শে বিগলিত হইয়া ঐরূপ চিহ্নযুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে সেই (সর্বাঙ্গ চিহ্ন) প্রস্তরটির সামনে পুরী রাধাকান্ত মঠের মহান্ত মহাশয় ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের আকর্ষণ করিতেছেন। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে বিশেষ কৃপার নিদর্শন। প্রস্তরটিকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীআল্‌বর্‌নাথের প্রতি কীরকম ভাব প্রেম দর্শনের আনন্দ, তাহা ভক্ত হৃদয়ে ভক্তি জাগ্রত করায়। কিছুদিন পরে তাহার সম্মুখে বিশাল সংকীর্তন মণ্ডপ নির্মাণ করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে সময় গৃহস্থলীলা সাঙ্গ করিয়া সন্ন্যাসলীলা করিলেন, সেই সময় পুরী (নীলাচল ধামে) অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় প্রথমে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বর্‌নাথে শুভ বিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আল্‌বর্‌নাথে বিজয় করিবার ৫টি কারণ দেখা যায়।

প্রথম কারণ—

স্নানযাত্রা দেখি, প্রভুর হৈল বড় সুখ।
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুঃখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১১-৬২)
অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১১-১১২)
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১১-৬৩)

সেই সময় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অনবসর সময়ে জগন্নাথ দরশন না পাইয়া রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে আলালনাথের নিকটবর্তী আসিলেন। সেই সময়ে তাঁর কৃষ্ণ অদর্শনজনিত দ্বিগুণীত বিপ্রলম্ভভাব উদিত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি সদা সর্বদা রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য লালায়িত থাকিতেন, তাঁহার পক্ষে নিমেষমাত্র কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়া কষ্টকর। সেই রাধারাণীর ভাব ও কান্তি নিয়ে সেই সময় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সমুদ্রের তীরে আসিয়া আল্‌বর্‌নাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রাধাভাবে বিভোর হইয়া শ্রীআল্‌বর্‌নাথকে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে দেখেন নাই। সেই স্থানে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর গোপীনাথ রূপে দর্শন করিয়াছিলেন, কেননা—দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের লইয়া রাসলীলা রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময় গোপীদের মনে গর্বভাব আসিয়াছিল যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে কত ভালোবাসিয়া থাকেন। সেইজন্য গোপীদের গর্ব চূর্ণ করিবার জন্য কৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্ধান হইয়া একটি কুঞ্জ মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া কাতরভাবে কুঞ্জেকুঞ্জে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে কোনো স্থানে খুঁজিয়া পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ছলনা করিবার জন্য কুঞ্জ মধ্যে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি

হইয়া অবস্থান করিয়া রহিলেন। গোপীরা অনেকক্ষণ খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কুঞ্জ নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় নারায়ণকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে নারায়ণ আমাদেরকে দয়াপূর্বক শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করাইয়া দিন।"—এই বাক্য বলিয়া গোপীরা অন্য এক কুঞ্জে খুঁজিতে গেলেন। অবশেষে শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কুঞ্জ নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তির দর্শন লাভ করিলেন। সে সময় কৃষ্ণ রাধারাণীর সম্মুখে তাঁহার চতুর্ভুজ রূপী নারায়ণ মূর্তি ধরিতে পারিলেন না। দ্বিভুজ বংশীধারী রূপ ধারণ করিলেন, সেই সময় শ্রীরাধারাণী গোপীদের বলিলেন, হে সখি ললিতে, শীঘ্র এসো বংশীধারী কৃষ্ণকে পাইয়াছি।

ললিতা—বংশীধারী কোথায়?

শ্রীরাধা—এই তো বংশীধারী।

ললিতা—ইনি তো নারায়ণ।

বিশাখা—আমরা তো দেখে এলাম নারায়ণ মূর্তি।

শ্রীরাধা—তোমরা কি পাগলিনী হইয়া গেলে?

সেই সময় সখিগণ সবাই একত্রিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া জগন্নাথকে দর্শন না পাইয়া শ্রীআল্‌বর্‌নাথকে দর্শন করিলেন। বংশীধারী দ্বিভুজ গোপীনাথ রূপেতে দর্শন করিলেন। তিনি আল্‌বর্‌নাথকে গোপীনাথ রূপেতে দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন।

সেই স্মৃতি লইয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীগৌড়ীয়নাথ ও শ্রীগোপীগোপীনাথ বিগ্রহকে স্থাপন করিলেন। গোপী হইলেন স্বয়ং রাধারাণী ও গোপীনাথ হইল স্বয়ং কৃষ্ণ।

দ্বিতীয় কারণ—ভক্তগণের প্রতি অসন্তুষ্ট লীলা প্রদর্শন করিয়া;

শ্রীপরমানন্দ পুরী যখন প্রভুর প্রিয়পাত্র ছোটো হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন, সেই সময় মহাপ্রভু সাধক জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলিলেন—

"মোরে আদেশ হউক মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলা রহিব তাহাঁ গোবিন্দমাত্র সাথ ॥"

(চৈঃ চঃ ২।১৩২)

তৃতীয় কারণ, যে সময় শ্রীভবানন্দ রায়ের আত্মজ শ্রীগোপীনাথ রাজধন আত্মসাৎ করিলেন, সে সময় রাজপুত্র দ্বারা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক শূলদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সেইসময় শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে রাজার সামনে নিবেদন করার জন্য ভক্তগণ আবেদন করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভু ক্রোধ লীলা প্রর্দশন করিয়া বলিলেন—

আলাল নাথে যাইয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিব।
বিষয়ের ভালোমন্দ বার্তা না শুনিব ॥

(চৈতন্য চরিঃ ৯, ৯৩)

চতুর্থ কারণ,—শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভক্তদের উদ্ধারের জন্য দুইভুজ উত্তালন পূর্বক —

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্।
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম।

—কীর্তন করিতে করিতে শ্রীআলালনাথদেবের রাস্তা দিয়া চলিতে

ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন, আলালনাথের নিকট আসিয়া শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শন করিয়া অধিকতর বিরহে জর্জরিত হইয়া অতি অদ্ভুত প্রেমাবেশে নৃত্যগীতাদি করিলেন, ব্রহ্মগিরিবাসী থাকিতে ৩৭ লোক নৃত্যরত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরের নিকটে আগমন করিলেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন মাত্র বিভোর হইয়া প্রেমে হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদভূষণে ভূষিত হইয়া ভক্তদের সহিত (ব্রহ্মগিরিবাসী) মণ্ডলীর মধ্যে নৃত্য করিয়াছিলেন, নৃত্য কীর্তনরত ভক্তমণ্ডলী মহাপ্রভুকে ছাড়িবার জন্য ইচ্ছা করিল না। এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন আহ্নিক করানোর ছলে মন্দির অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। শ্রীমন্দিরের বাইরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, সমস্ত ভক্তগণ হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভক্তদের দর্শনের ব্যাকুলতা দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। এইরকমভাবে পতিত জীব উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মগিরিবাসীকে প্রেমদান করিয়া বৈষ্ণবে পরিণত করিয়াছিলেন ও কৃষ্ণকথামৃতরসে ভক্তদের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। (শ্রীলকবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলা সপ্তম পরিচ্ছদে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন) তারপর দিন সকালে আল্‌বর্‌নাথ মন্দিরে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ দেশ অভিমুখে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ভক্ত উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণনাম স্মরণ পূর্বক চলিয়া গেলেন এবং দক্ষিণ দেশে কুর্মক্ষেত্রে শ্রীবাসুদেব বিপ্রকে উদ্ধার করিলেন। রাজ মহেন্দ্রিতে রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হলেন। দক্ষিণদেশবাসীকে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া দুইটি ভক্তিগ্রন্থ 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' উদ্ধার করিলেন। দক্ষিণদেশের তীর্থ সমুহ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় আলালনাথ মন্দিরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

পঞ্চম কারণ—

আলালনাথে আসি, কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল ॥

(চৈতন্য চরিঃ ৯।৩৩৮)

আলালনাথ মন্দির শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ লীলার পরাকাষ্ঠর স্থান বলিয়া গৌড়জন ও বিপ্রলম্ভরস আশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তদের অতিপরম প্রিয় এবং ভগবৎ সেবার উদ্দীপনার বিশেষ অনুকুল স্থানরূপে বিবেচিত হইয়াছে।

নবদ্বীপ অধিবাসীগণ যে সময় মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন দেখিয়া নিন্দা, বিদ্বেষ ও বিরোধ করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য সন্ন্যাস লীলা করিয়া নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে চলিয়া আসিলেন ও কাশীমিশ্র ভবন (গম্ভীরা) রাধাকান্ত মঠে অবস্থান করিলেন। নীলাচলে থাকিবার সময় ভক্তদের সহিত প্রেম কলহ লীলা হয়। সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে আলালনাথ মন্দিরে চলিয়া আসিলেন সুতরাং শ্রীআলালনাথ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দ্বিতীয় সন্ন্যাস লীলার দ্বিগুণীত বিপ্রলম্ভের স্থান বটে।

শ্রীশ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ

শ্রীআলালনাথ মন্দির সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে শ্রীশ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ বিদ্যমান। এই ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ভক্ত লইয়া আলবরনাথকে দর্শন করিবার জন্য পুরী হইতে পদব্রজে হরিনাম কীর্তন যোগে আগমন করিয়াছিলেন। পথে আসিবার কালে বন জঙ্গল পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বৃন্দাবন স্মৃতি উদ্দীপনা হইয়াছিল। আলালনাথ দর্শন অন্তে সেবকগণ শ্রীশ্রী প্রভুপাদকে ঠাকুরের প্রসাদী মালা ও চরণ তুলসী দিয়া সম্মানিত করিলেন। তারপর ঠাকুরের পরমান্ন প্রসাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তবৃন্দকে দিলেন। কিছু বৎসর পরে পুনরায় তিনি আষাঢ় মাসে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীআলালনাথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি উদ্দেশ্যে মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন এবং আলালনাথ মন্দির সংলগ্ন উত্তর দিকে ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার উত্তর দিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে একটি বিরাট বকুল বৃক্ষ ছিল। সেই সময় মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ অনবসর সময়ে আল্‌বর্‌নাথকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করেন এবং ভক্তগণের সহিত সেই বকুল বৃক্ষের মূলেতে বিশ্রাম করেন। সেই বিশ্রাম স্থান হইতেছে শ্রীশ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ গান্ধর্বিকা গিরিধারী শ্রীশ্রী গৌড়ীয়নাথ ও শ্রী গোপী গোপীনাথ জিউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া (শ্রীশ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ) স্থাপন করিলেন।

মঠের শেষ সীমায় উত্তর দিকে একটি বৃহদ্ পুষ্করিণী অবস্থিত। সেই পুষ্করিণীকে গৌড়ীয় ভক্তগণ রাধাকুণ্ড রূপে দর্শন করেন। আলালনাথের চন্দন সরোবরকে শ্যামকুণ্ড রূপে দর্শন করেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঘোষণা করিলেন যে, শ্রীআলালনাথ মন্দির হইতেছে অভিন্ন বৃন্দাবন।

আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরং ॥

(ইং মে মাস) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আলালনাথ মন্দিরের জরাজীর্ণ অবস্থা লক্ষ করিয়া গ্রামের মুখ্য লোকদের নিয়ে মন্দিরের মেরামত ও মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে পাথরের প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এমার মঠের মহান্ত থেকে সেবানুকল্য সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্দিরের মুখ্যশালা নির্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরের তিন পার্শ্বে শ্রীশ্রী ভগবান নৃসিংহদেব, শ্রীশ্রী ভগবান বামনদেব ও শ্রীশ্রী ভগবান বরাহদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। পার্শ্বদেবতার নিজের ভাষায় তিন অবতারের স্তব মার্বেল পাথরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে বাঙ্গালী আলালনাথের মন্দিরকে অধিকার করিবে, এই বিচার করিয়া সেবাইত সেই সব ফলককে ভাঙিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এইসব প্রীতিময় সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীআল্‌বর্‌নাথ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে থাকিয়া সেবা গ্রহণ করিতেছেন। তাহার দৃষ্টান্ত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথ পীঠে আগমন সময়ে শ্রীআল্‌বর্‌নাথের পূজারি এক ছোট্ট সুন্দর আলালনাথের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই প্রাপ্ত বিগ্রহকে তাহার নিকট

রাখিয়া পূজা অর্চ্চনাদি করিতেছিলেন। একদিন রাত্রি সময়ে শ্রীআলালনাথ সেই পূজারিকে হঠাৎ স্বপ্নাদৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমার প্রিয় ভক্ত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট আমাকে অর্পণ করুন।"

তারপরদিন সকালে সেই পূজারী তাহার নিত্যকর্ম শেষ করিয়া মন্দিরে আসিলেন। মন্দিরের সেবা সমাপ্ত করিয়া শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কে আছেন? এই বাক্য শুনিয়া মঠের সেবাইতবৃন্দ নিজের গুরুদেবকে জানাইলেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাহার ভজন কুটির থেকে বাহিরে আসিলেন ও পূজারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। পূজারী আলালনাথের স্বপ্নাদেশ প্রভুপাদের কাছে জানাইলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই প্রকার ঘটনা শুনিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তারপরে পূজারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে সেই সুন্দর ছোট্ট আল্‌বর্‌নাথের বিগ্রহ অর্পণ করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আল্‌বর্‌নাথকে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন ও প্রেমেতে গদ গদ কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ক্রন্দন সংবরণ করিয়া নিজ প্রিয় আলালনাথকে লইয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই দিন থেকে সেই আল্‌বর্‌নাথের বিগ্রহ শ্রীশ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে পূজিত হইতেছেন।

বর্তমানে ইনি শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহের দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নস্থানে অবস্থান করিতেছেন।

জয় জয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কী জয়।

শ্রীশ্রী আল্‌বর্‌নাথ কী জয়।

বেন্টপুর বিবরণ

আলালনাথ যাওয়ার পথে শ্রীশ্রী রায় রামানন্দ পাদের আবির্ভাব ক্ষেত্র হইতেছে বেন্টপুর। ইহা আলালনাথ মন্দির হইতে ১ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। শ্রী রায় রামানন্দ রায়ের পিতার নাম ভবানন্দ রায়। তাঁর পাঁচ পুত্র রামানন্দরাম, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও বানিনাথ পট্টনায়ক। রাধারাণী-গণের মধ্যে তিনজনের নাম হচ্ছে—(১) রায়রামানন্দ, (২) স্বরূপদামোদর, (৩) শিখি মাইতি ও তাহার ভগ্নী মাধবীদেবী। বেন্টপুর গ্রামের নিকটে শ্রীভবানন্দরায়ের গৃহের নিকটে শ্রীমাধবীদেবী, শ্রীগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইজন্য এই গ্রামের নাম গোপী-নাথপুর হইয়াছে। জানা যায় যে, তিনি "শ্রীপুরুষোত্তমদেব" নামে একটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন শ্রীমাধবীদেবী মহারাজ প্রতাপরুদ্রের দ্বারা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পঞ্জিকা অর্থাৎ মাদালা পাজির লেখিকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমাধবীদেবীর মন্দিরে যখন আল্‌বর্‌নাথের অনবসর সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ দর্শন করিতে আসেন তখন এই গোপীনাথ মন্দিরে বিশ্রাম করেন ও সেখানে প্রসাদ সেবা করেন। বর্তমানে এই মঠটি পুরী রাধাকান্ত মঠের তত্ত্বাবধানে আছে।

শ্রীরাধামোহন পট্টনায়ক বলেন, রেভেন্সা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শ্রীআর্তবল্লভ মহাশয়কে "শ্রীপুরুষোত্তমদেব" নাটক গ্রন্থখানি দিয়াছেন। শ্রীরায় রামানন্দের লিখিত 'টীকাপঞ্চক' নাম পুঁথি শ্রীযুক্ত রাধামোহন বাবুর আত্মীয় বেন্টপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ মহান্তি মহাশয় শ্রীআর্তবল্লভ মহাশয়কে প্রদান করিয়াছিলেন, এই সব প্রাচীন গ্রন্থের আবিস্কার হলে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব জানা যাবে।

ব্রহ্মগিরি

ব্রহ্মগিরি এক দিব্য স্থান। এর চতুঃপার্শ্বে আলালনাথ দেবকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্চশিব আছেন। শ্রীক্ষেত্রে যে রকম শ্রী জগন্নাথদেবের সেবার জন্য পঞ্চশিব যথা যমেশ্বর, কপালমোচন, লোকনাথ, নীলকণ্ঠ, ও মার্কণ্ডেশ্বর আছে সেইরকম আলালনাথের সেবার জন্য পঞ্চশিব (পঞ্চপাণ্ডব) যথা যুধিষ্ঠির, ভিমেশ্বর, অর্জুনেশ্বর, নকুলেশ্বর ও সহদেব আছেন। পূর্বে শ্রীআল্‌বর্‌নাথের চন্দন যাত্রার সময়ে একত্র হইয়া শ্রীমদন মোহন ও পঞ্চপাণ্ডবশিব নৌকা বিহার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে সেবায়ত গণের অবহেলাবশত পঞ্চশিব (পঞ্চপাণ্ডব) চন্দন যাত্রা সময়ে আসে না।

কিংবদন্তিতে জানা যায় পঞ্চপাণ্ডব যে সময় দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিয়াছিলেন সেই সময় শ্রীক্ষেত্র ধামের শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, ও সুভদ্রাদেবীকে দর্শন করিবার জন্য এসেছিলেন। সেই সময়ে তাহারা এইখানে আলালনাথকে দর্শন করিয়া নিজ নিজ নামের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগিরি হইতে কিছু দূরে তাহাদের শিবলিঙ্গ পূজিত হইতেছে।

(১) যুধিষ্ঠির ঃ—

(২) ভিমেশ্বর ঃ—ব্রহ্ম গিরি বাজার থেকে ৫ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত।

(৩) অর্জুনেশ্বর ঃ—অর্জুনেশ্বর আলালনাথ থেকে ৩ কিঃমিঃ।

(৪) নকুলেশ্বর ঃ —আলালনাথ পীঠ হইতে ১ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত।

(৫) সহদেবেরশ্বর ঃ —আলালনাথ পীঠ হইতে ১০ কিঃমিঃ দূরে যদুপুর গ্রাম হইতে সমুদ্র দিকে ১ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত।

দইখাওয়া

যে স্থানে শ্রীজগন্নাথ ও বলরাম মাণিক গোয়ালিনীর কাছে যে দই খাইয়া ছিলেন। ইহা আলালনাথ পীঠ থেকে ১৭ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত।

ভাবকুণ্ডলেশ্বর

ইহা আলালনাথ পীঠ থেকে ১৫ কিঃমিঃ দূরে পনশপদা গ্রামের দক্ষিণে ৩ কিঃমিঃ দূরে সমুদ্রের কুলে অবস্থিত। কিংবদন্তিতে জানা যায় যে, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র ভাববিহ্বল হইয়া কর্ণের কুণ্ডল দ্বারা শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম ভাবকুণ্ডলেশ্বর।

চিল্কা হ্রদ

আলালনাথ পীঠ হইতে ৩০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। দেশ বিদেশের বহু পর্যটক এই স্থানে আসেন। ইহা পৃথিবীর সর্ববৃহত্তম হ্রদ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

দ্বাদশ আল্‌বর্‌

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ
অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের** অনুকম্পিত
মহামহোপদেশক **শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ**-সঙ্কলিত

কলকাতা, বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ ঃ
বঙ্গাব্দ ১৩৪১, শ্রীশয়ন একাদশী

পুনঃপ্রকাশ ঃ
বঙ্গাব্দ ১৪২১, ৭ কার্তিক
শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দ্বাদশ আল্‌বর্‌

পূর্ব্ব ভাষ
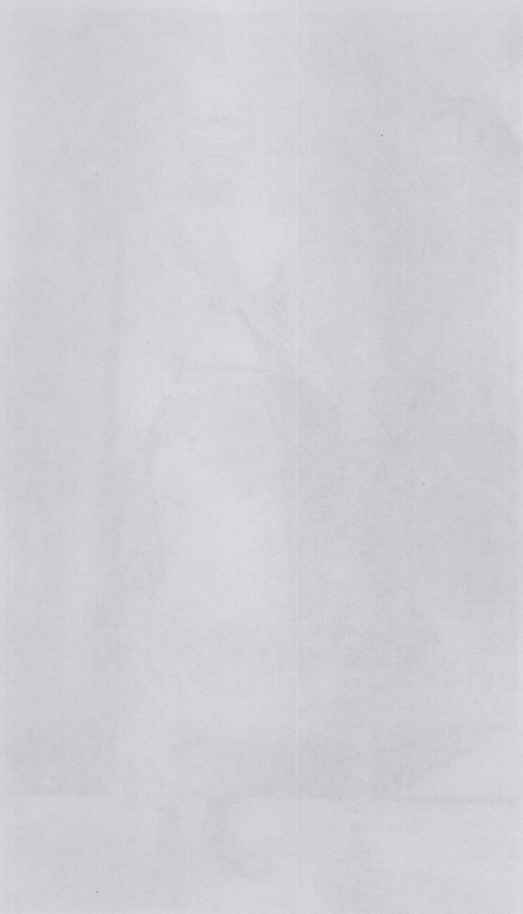
'আঢ়্বর্' বা 'আল্‌বর্'—এই দ্রাবিড়ী শব্দটি তামিল সাহিত্যে দেখা যায়। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ—দিব্যসূরি, দিব্যযোগী বা নিত্যযোগী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সিদ্ধ পার্ষদ মহাপুরুষগণ এই নামে কথিত হইতেন।

আল্‌বর্‌গণের সংখ্যা কোনো মতে—দশ, কোনো মতে—দ্বাদশ। নারায়ণের পার্ষদ এই সকল মহাত্মা দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'দিব্যসূরিচরিতম্' 'প্রপন্নামৃতম'; তামিল ও সংস্কৃত-মিশ্র মণিপ্রবাল ভাষায় লিখিত 'গুরুপরম্পরা-প্রভাবম্', 'প্রবন্ধসারঃ' ও 'উপদেশরত্নমালা'; দ্রাবিড় ভাষায় লিখিত 'পঢ়নড়ইবিলক্কম্', 'রামানুজাচার্য্য-দিব্যচরিতাই' ও 'আল্‌বর্-চরিতম্', 'দিব্যপ্রবন্ধঃ' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা ঐসকল গ্রন্থের অবলম্বনেই সংক্ষেপে দ্বাদশ আল্‌বরের পরিচয় ও জীবন-কথা আলোচনা করিব।

আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহু বৎসর পূর্বে উক্ত সম্প্রদায়ের তথ্যসমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া বঙ্গদেশে তাহা প্রচার করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকার ১০ম বর্ষে (বাংলা ১৩০৫, ইংরাজী

১৮৯৯) শ্রীল প্রভুপাদের রচিত 'শ্রীমান্ নাথ মুনি', 'শ্রীযামুনাচার্য্য'; ১২শ বর্ষে (বাংলা ১৩০৭, ইংরাজী ১৯০০-১৯০১) 'শ্রীরামানুজাচার্য্য' ও অষ্টাদশ বর্ষে (বাংলা ১৩২২, ইংরাজী ১৯১৫) 'দিব্যসূরি ও আল্‌বর্‌', 'গোদাদেবী', 'ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু', 'কুলশেখর', বিষ্ণুচিত্ত' প্রভৃতি শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের চরিত্র-বিষয়ক প্রবন্ধ-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদের আচার্য স্বয়ং এই সকল সাম্প্রাদায়িক তথ্য আহরণের জন্য বাংলা ১৩১১ সালের ১১ই ফাল্গুন, ইংরাজি ১৯০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অনুভাষ্যে, 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত'-প্রবন্ধে ও 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতির'-র প্রথমভাগে শ্রীল প্রভুপাদ ঐসকল সাম্প্রদায়িক তথ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত আলালনাথ-নামক স্থানে আমাদের শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শ্রীচৈতন্যমঠের একটি শাখামঠ (শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ) স্থাপিত হয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ হইতে প্রভুপাদ সুপ্রাচীন আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংস্কার ও বিবিধ উজ্জ্বলতা-সাধনে বিশেষ যত্ন করেন। 'আলালনাথ'-শব্দটি যে 'আল্‌বর্‌নাথ'-শব্দেরই অপভ্রংশ, ইহাও শ্রীল প্রভুপাদই সর্বপ্রথমে প্রচার করিয়াছেন। ৫ম বর্ষের 'গৌড়ীয়ে'র ৫ম সংখ্যার ১৭শ পৃষ্ঠায় 'আলালনাথ' প্রবন্ধে, ৭ম বর্ষের ৪১শ সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠায় 'ব্রহ্মগিরি' প্রবন্ধে ও ৭ম বর্ষের ৪৬শ সংখ্যার ৭ম পৃষ্ঠায় 'অনবসর' শীর্ষক স্তম্ভে এই বিষয়ের অনেক তথ্য আলোচিত হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীআলালনাথের পার্শ্বে দ্বাদশ আলোয়ারের মূর্তি স্থাপনের অভিলাষ করিয়াছেন। এ বৎসর পুরীতে অবস্থান-কালে প্রভুপাদ আলোয়ারের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত্র লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আমাকে কৃপাদেশ করেন। প্রভুপাদের মঙ্গলময়ী আজ্ঞা ও পরমপাবন আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া সজ্জনগণের সন্তোষের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইল।

দ্বাদশ আলোয়ারের নাম

আমরা শ্রীঅনন্তাচার্য-প্রণীত 'প্রপন্নামৃতম্' গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় ১৫শ শ্লোকে আলোয়ারগণের নাম দেখিতে পাই,—

কাষার-ভূত-মহদাহ্বয়-ভক্তিসারাঃ
শ্রীমচ্ছটারিকুলশেখর-বিষ্ণুচিত্তাঃ।
ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু-মুনিবাহ চতুষ্কবীন্দ্রাঃ
তে দিব্যসূরয় ইতি প্রথিতা দশোর্ব্বাম্॥
গোদা-যতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্ব্বুধাঃ।
বিসৃজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম॥
কেচিদ্দ্বাদশ সংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ॥

১। কাষার মুনি বা সরোযোগী (দ্রাবিড় ভাষায়—পয়গই আল্‌বর্); ২। ভূতযোগী (পুদত্ত আল্‌বর্); ৩। ভ্রান্তযোগী বা মহদ্ (পে-আল্‌বর্); ৪। ভক্তিসার (তিরুমঢ়িসাইপ্পিরাণ আল্‌বর্); ৫। শঠারি, শঠকোপ, পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ (নম্মা আল্‌বর্); ৬। কুলশেখর (কুলশেখর আল্‌বর্); ৭। বিষ্ণু-চিত্ত (পেরি-ই-আল্‌বর্); ৮। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু (তণ্ডিরড়িপ্পড়ি আল্‌বর্); ৯। মুনিবাহ, যোগিবাহ, প্রাণনাথ (তিরুপ্পাণি আল্‌বর্); ১০। চতুষ্কবি, পরকাল (তিরুমঙ্গই আল্‌বর্); এই দশ জন সর্বাদি-সম্মত দিব্যসূরি ব্যতীত কেহ কেহ ১১। গোদাদেবী (আণ্ডাল) ও ১২। শ্রীরামানুজ (যংবারুমানার, উদইয়াবার বা ইলাই আল্‌বর্)—এই দ্বাদশ জনকে আল্‌বর্ বা দিব্যসূরি বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ গোদাদেবীকে বাদ দিয়া মধুর কবিকে (মধুর কবিগল্) আল্‌বরের তালিকার অন্তর্গত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ যে-সময় শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ও শ্রীপেরম্‌ভেদুরে শুভবিজয় করেন, তখন তিনি তথায় দিব্যসূরিগণের মূর্তি নিত্য পূজিত হইতে দেখিয়াছিলেন।

১। কাষার মুনি, সরোযোগী বা পয়গই আল্‌বর্‌

কাঞ্চীপুরম বা (Conjeeverum) নামক স্থানের 'দেবসরোবরে'-র মধ্যে এক মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে কাষারমুনি, সরোযোগী বা পয়গই আল্‌বরের মূর্তি বিরাজিত। ইনি দ্বাপর যুগের কার্তিক মাসে শ্রবণা-নক্ষত্রে কাঞ্চীপুরীতে 'দেবসরোবরে'-র স্বর্ণপদ্ম হইতে ভগবান বিষ্ণুর ('পাঞ্চজন্য') নামক শঙ্খের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের নাদে যেরূপ কৌরবগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেইরূপ 'পয়গই আল্‌বরে'র বাণীও পাষণ্ড ও নাস্তিকগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিত বলিয়া তিনি পাঞ্চজন্যের অবতার বলিয়া খ্যাত। তিনি সর্বদা 'দেবসরোবরে'-র মধ্যে ভক্তিসমাধিতে অভিনিবিষ্ট আছেন বলিয়া তাঁহাকে 'সরোযোগী' বলা হয়। মহাত্মা সরোযোগীকে এইরূপভাবে বন্দনা করা হইয়াছে,—

তুলায়াং শ্রবণে জাতং কাঞ্চ্যাং কাঞ্চনবারিজাৎ।
দ্বাপরে পাঞ্চজন্যাংশং সরোযোগিনমাশ্রয়ে ॥

২। ভূতযোগী বা পুদত্ত আল্‌বর্‌

মাদ্রাজের দক্ষিণে তিরুবড়ল্‌মলই বা মল্লাপুরী নামক যে স্থান আছে, তথায় মহাত্মা ভূতযোগী আবির্ভূত হন। ইনি দ্বাপর যুগের কার্তিক মাসে, ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রে সমুদ্রতটস্থিত মল্লাপুরীতে শ্রীবিষ্ণুর **কৌমোদকী গদার** অংশে প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই দিব্যসূরির বাণীর প্রভাবে ভগবদ্‌ভক্তিহীন-সম্প্রদায়ের সমস্ত গর্ব সম্পূর্ণরূপে খর্ব হইয়া যাইত। ভক্তগণ তাঁহাকে এইরূপ বন্দনা করেন,—

তুলাশ্রবিষ্ঠাসম্ভূতম্ ভূতং কল্লোলমালিনঃ।
তীরে ফুল্লোৎপলান্মল্লাপূর্য্যামীড়ে গদাংশকম্ ॥

৩। ভ্রান্তযোগী, মহদ্ বা পে-আল্‌বর্

মাদ্রাজের দক্ষিণাংশকে ময়লাপুর বা ময়ূরপুর কহে। এই স্থানে অদ্যাপি একটি প্রসিদ্ধ কূপ বিদ্যমান আছে। এই কূপস্থ একটি পদ্ম হইতে মহাত্মা ভ্রান্তযোগী দ্বাপর যুগের কার্তিক মাসের শতভিষা-নক্ষত্রে আবির্ভূত হন। শাস্ত্রবাক্যরূপ খড়্গের দ্বারা কুবিষয়-মত্ত মোহান্ধগণের মনের আসক্তি ছেদন করিতেন বলিয়া ইনি বৈষ্ণব-সমাজে বিষ্ণুর **'নন্দক'** নামক **খড়্গের** অবতার-রূপে নিত্য পূজিত হইতেছেন। 'পে'-শব্দের অর্থ—ভ্রান্ত বা উন্মত্ত; তিনি ভগবদ্ভক্তিতে সর্বদা বিভোর ও জড়বিষয়ে উদাসীন থাকিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'পে'-আল্‌বর্ হইয়াছে। তাঁহাকে এইরূপ বন্দনা করা হয়,—

তুলাশতভিষগ্‌জাতম্ ময়ূরপুরকৈরবাৎ।
মহান্তং মহদাখ্যাতং বন্দে শ্রীনন্দকাংশকম্ ॥

৪। ভক্তিসার বা তিরুমড়িসাইপ্পিরাণ আল্‌বর্‌

পুনামেলির দুই মাইল পশ্চিমে তিরুমড়িসাই নামক স্থানে ইনি আবির্ভূত হন। এই গ্রামের প্রাচীন নাম—মহীসার। ইনি দ্বাপর যুগের শেষ বর্ষের মাঘ মাসের মঘা-নক্ষত্রে ভার্গববংশে মহীসারপুরের অধীশ্বররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুর **সুদর্শনের** অংশে ইঁহার আবির্ভাব হয়। কেহ কেহ বলেন,—ইনি মহীসারপুরের ভূম্যধিকারী ছিলেন না; কিন্তু ইনি মহাভাগবত ছিলেন বলিয়া "মহীসারপুরের অধীশ্বর" নামে উক্ত হইয়াছেন। মায়াবাদ বা যাবতীয় অবৈষ্ণব-মত ইঁহার সুদার্শনিক বিচারের দ্বারা খণ্ডিত হইত। তাই ইনি সুদর্শনের অংশে অবতীর্ণ বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার এইরূপ প্রণামশ্লোক শ্রুত হয়,—

মঘায়াং মকরে মাসে চক্রাংশং ভার্গবোদ্ভবম্।
মহীসারপুরাধীশং ভক্তিসারমহং ভজে ॥

৫। শঠকোপ, পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ বা নম্মা আল্‌বর্

তিনেভেলি জেলায় তাম্রপর্ণী নদীর তীরে শ্রীনগর অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই স্থানে একটি শূদ্রবংশ বাস করিত। এই বংশে শ্রীবিভূতিনাথ নামক একজন পরম বিষ্ণুভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভূতিনাথের পুত্র ধর্ম্মধর, তৎপুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র অচ্যুত, তৎপুত্র পাতাললোচন, তৎপুত্র পোরকারী ও তৎপুত্র কারী। এক সময় কারী তাঁহার সহধর্মিনী নাথ-নায়িকার সহিত কোনো এক বিষ্ণুদেবালয়ে উপস্থিত হইয়া মহাবিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন। দম্পতি বহুদিবস যাবৎ পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। বিষ্ণুমন্দির হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে তাঁহারা এক প্রত্যাদেশ পান যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁহাদের অপ্রাকৃত পুত্ররূপে শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন। কলিযুগের প্রথম বৎসরের বৈশাখ মাসে বিশাখা-নক্ষত্রে শ্রীনারায়ণের সেনানায়ক বিষ্বক্‌সেনের অবতার রূপে এক মহাপুরুষ শ্রীনগরে আবির্ভূত হইলেন। সূতিকা-গৃহে যখন শিশুকে মাতৃস্তন্য প্রভৃতি আহার্য দ্রব্য প্রদত্ত হইল, তখন শিশুরূপী মহাপুরুষ তাহা গ্রহণ করিতে বিরত হইলেন। দ্বাদশ দিবসে আত্মীয়বর্গ ঐ শিশুকে ভগবান আদিনাথ মহাবিষ্ণুর সম্মুখে আনয়ন করিলেন ও শিশুর নাম রাখিলেন—'মার'। তাঁহারা ঐ শিশুকে একটি দোলায় করিয়া কোনো পবিত্র তিন্তিড়ি (তেঁতুল) বৃক্ষের নিম্নে রাখিয়া দিলেন। কিংবদন্তী এই যে, যোল বৎসর বয়স পর্যন্ত এই মহাপুরুষ ঐ বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়াছিলেন। জগতের সাধারণ মানবের ব্যবহার হইতে বালকের আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেখিয়া মাতা-পিতা বিস্মিত হইলেন এবং ভগবানের পূর্ব প্রত্যাদেশ স্মরণ করিয়া বিষ্ণুর অংশে ইঁহার আবির্ভাব বুঝিতে পারিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবগণ একান্ত বিষ্ণুর উপাসক। তাঁহারা কখনও দেবতান্তরের

অবৈধ পূজা করেন না (গীঃ ৯।২৩)। তাঁহারা পঞ্চোপাসকের কল্পিত গণেশ ও কার্তিকের পূজার পরিবর্তে ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন ও নারায়ণের সেনা-নায়ক বিষ্বক্‌সেনের পূজা করিয়া থাকেন। এই বিষ্বক্‌সেনের অবতারই নম্মা আল্‌বর্। 'নম্মা'-শব্দের অর্থ—'আমাদের' অর্থাৎ সজ্জনমাত্রই এই মহাপুরুষকে 'আমাদের প্রভু, গুরু'—এইরূপ বোধ করিতেন। কোনো বিচারে নম্মা আল্‌বর্ ভগবান নারায়ণকে প্রণয়রজ্জুতে অধিকতর আবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিষ্ণুর দ্বারা 'আমার নিজ-জন'—এইরূপ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার

শ্রীশঠকোপ

আচার-ব্যবহার জগতের যাবতীয় ব্যক্তিগণের ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া তাঁহার এক নাম—'মার'। তিনি সজ্জনগণের বান্ধব হইলেও ভক্তদ্বেষী শঠের প্রতি কোপযুক্ত ছিলেন। তাই তাঁহাকে শঠকোপ, শঠারি বা শঠরিপু বলা হয়। 'আল্‌বর্‌-চরিতম্‌' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যেরূপ হস্তী তীক্ষ্ণধার অঙ্কুশকে ভয় করে, সেইরূপ মায়াবাদী প্রভৃতি অসৎসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ 'নম্মা আল্‌বর্‌'কে ভয় করিত এবং তিনিও তাহাদিগকে সর্বদা গড়ের পারে রাখিতেন। তাই তাঁহার নাম হইয়াছে—পরাঙ্কুশ। মহাবিষ্ণু আদিনাথ তাঁহার নিজ-কণ্ঠদেশ হইতে বকুল-পুষ্পের মালা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া শঠকোপের আর এক নাম—'বকুলাভরণ'। শ্রীশঠকোপ প্রভুকে এইরূপ বন্দনা করা হয়,—

বৈশাখে তু বিশাখায়াং কুরুকাপুরী কারিজম্‌।
পাণ্ড্যদেশে কলেরাদৌ শঠারিং সৈন্যপং ভজে ॥

মহাত্মা শ্রীযামুনাচার্য অত্যন্ত মর্যাদাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়াও শূদ্রকুলে আবির্ভূত শ্রীল শঠকোপ প্রভুকে এইরূপভাবে নমস্কার করিয়াছেন,—

মাতাপিতা-যুবতয়স্তনয়াবিভূতিঃ সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্‌।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামঃ শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধা ॥

আমাদের কুলপ্রভু বকুলাভিরামের শ্রীমৎ পদযুগলকে আমি মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তনগণের সর্বস্বই তাঁহার শ্রীপাদযুগল। তাঁহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং ঐশ্বর্য—সমস্তই শ্রীশঠকোপের শ্রীচরণ।

৬। কুলশেখর

কেরল বা মালাবার দেশস্থ চোলপট্টন্ বা তিরুভঞ্জিক্কোলম নগরে ২৭ কল্যব্দে, পরাভব বৎসরে, পুনর্বসু নক্ষত্রে, শেররাজবংশে শ্রীকুলশেখর আল্‌বর্ জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ গবেষণা-দ্বারা কুলশেখরের অভ্যুদয়-কাল দশম শক শতাব্দীতে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পিতা দৃঢ়ব্রত বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া বহু তপস্যা-ফলে কুলশেখরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকুলশেখর শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীনারায়ণের **কৌস্তুভ মণির** অবতার বলিয়া পরিচিত।

কুলশেখর কেবল যে কেরলদেশের অধিপতি ছিলেন,—এরূপ নহে; তাঁহার উপাধি হইতে জানা যায় যে, তিনি কেরল, পাণ্ড্য ও চোলরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। শ্রীরামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য হইয়াছিল। শ্রীরামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় রাবণকে দণ্ড দিবার সঙ্কল্পে বহু সৈন্যাদি সংগ্রহ-পূর্বক সমুদ্রকূলে গমন করিতেন। তাঁহার মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ নিজ-প্রভুর উন্মত্তোচিত ব্যবহার-সন্দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। রাজকার্যের বিশৃঙ্খলতা হইতেছে দেখিয়া রাজনীতিদক্ষ পারিষদবর্গ রাজা কুলশেখরের নিকট ভক্তগণের সম্মেলন বন্ধ করিয়া দিবার প্রয়াস করিলেন। ভক্তগণের উপর যাহাতে রাজার প্রীতির অভাব হয়, মন্ত্রীবর্গ তদ্‌বিষয়ে নানাপ্রকার কৌশল প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করিলেন না।

সম্রাট কুলশেখর তাঁহার শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের উপরেই ঐ সকল বিষয় রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল। মন্ত্রীবর্গের কুচক্রের ফলে একটি বহুমূল্য হার অপহৃত

হইল। তাঁহারা এই অপহরণ-কার্য বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কুলশেখর বিষয়িগণের নিকট প্রকৃত ভক্তগণের নির্মলতা প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি তীব্র বিষাক্ত সর্প আনিবার আদেশ করিলেন। সর্প আনীত হইলে কুলশেখর স্বয়ং নিজ-হস্তকে ঐ সকল সর্পের বিবরে প্রবেশ করাইয়া মন্ত্রীবর্গকে বলিলেন,—"যদি আমার বন্ধু ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা এই পাপ-কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে এই সকল সর্প দংশন করিবে, নতুবা ইহারা আমায় হিংসা করিবে না।" রাজার হস্ত সম্পূর্ণরূপে অক্ষত থাকিল দেখিয়া মন্ত্রীসকল পরম আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং কুলশেখরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত দোষ স্বীকার করিলেন।

মহাত্মা কুলশেখর পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান-পূর্বক-বিষয়িগণের দুঃসঙ্গ বর্জন করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের একান্ত পদাশ্রিত হইলেন। শ্রীরঙ্গমে বাসকালে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের তৃতীয় প্রাকারের চতুষ্পার্শ্বস্থ পথ ও কতিপয় গৃহ-মণ্ডপাদি নির্মাণ করাইয়া দেন।

শ্রীকুলশেখর তামিল ভাষায় 'পেরুমাল্ তিরুমলি' এবং সংস্কৃত ভাষায় 'মুকুন্দমালা-স্তোত্রম্' নামক অতি সুন্দর ও অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদাদেবীর বিবাহের অনুকরণে সম্রাট কুলশেখর তাঁহার নিজ-কন্যার বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করাইয়াছিলনে। সম্ভবত শ্রীকুলশেখর শ্রীযামুনাচার্যের কিছু পূর্বে শ্রীরঙ্গমে আগমন করেন। তৎপূর্বে বিষ্ণুচিত্ত ও গোদাদেবী প্রভৃতি দিব্যসূরিগণ শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন।

৭। বিষ্ণুচিত্ত

ইনি ৪৬ কলিগতাব্দ-বর্ষে, কোনো কোনো মতে ৩০৫৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে স্বাতীনক্ষত্রে মুকুন্দ ও পদ্মাদেবীকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণ-মথুরার নিকটে শ্রীবিল্লিপুত্তুর নগরে 'বেয়ার' ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। পেরি-ই-আল্‌বর্‌ **গরুড়ের** অবতার বলিয়া খ্যাত। ইনি শ্রীবিল্লিপুত্তুর গ্রামে বটশায়ী ভগবানের পুষ্প-চয়ন-সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন।

এই সময়ে দক্ষিণা-মথুরা-প্রদেশে 'কুড়াল' নামক স্থানে বল্লভদেব-নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এক রাত্রিতে ছদ্মবেশে দক্ষিণ-মথুরা-নগরে ভ্রমন করিতে করিতে পথে নিদ্রিতাবস্থায় জনৈক তৈর্থিক-বিপ্রকে দেখিতে পান ও
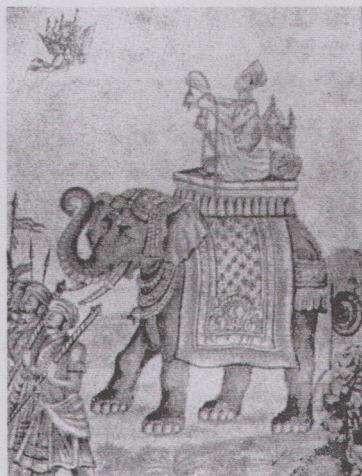
শ্রীবিষ্ণুচিত্ত

তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া এই উপদেশটি লাভ করেন,—

বর্ষার্থমষ্টৌ প্রযতেত মাসান্ নিশার্থমর্দ্ধং দিবসং যতেত।
বার্দ্ধক্যহেতোর্বয়সা নবেন পরত্রহেতোরিহ জন্মনা চ ॥

গৃহে চারিমাস সুখে থাকিবার জন্য আমরা অপর আট মাস ধরিয়া পরিশ্রম করি; রাত্রিকাল সুখে কাটাইবার জন্য আমরা দিবাভাগ বিবিধ পরিশ্রম করিয়া থাকি, বৃদ্ধকাল সুখে যাপন করিবার জন্য যৌবনকালে শ্রম স্বীকার করি,—এই সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে, আমাদের এই মনুষ্য-জীবন কেবল পরকালের পরমার্থ-সঞ্চয়ের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের এই উপদেশ-বাক্য শুনিয়া অবধি বল্লভদেব বিশেষ চিন্তামগ্ন হইলেন এবং তাঁহার রাজধানীতে বৈদান্তিক সাধু ও পণ্ডিতগণের একটি সম্মিলনীর আহ্বান করিলেন। বটপত্রশায়ী ভগবান পেরি-ই-আল্‌বর্‌কে এই সম্মিলনীতে গমন-পূর্বক হরিকথা কীর্তন করিবার জন্য আদেশ করায় তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। পেরি-ই-আল্‌বরের উপদেশ-বাণী রাজা বল্লভদেবের হৃদয়কে সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিল। রাজা ও শ্রোতৃবর্গ বিষ্ণুচিত্তকে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া নগর পরিক্রমা করিলেন। পেরি-ই-আল্‌বর্‌ 'ভট্টরপিরাণ' বা 'ব্রাহ্মণপুঙ্গব' উপাধিতে বিভূষিত হইলেন। বিষ্ণুচিত্ত সেবোন্মুখ রাজার প্রদত্ত যাবতীয় উপহার বটশায়ী ভগবানের সম্মুখে আনয়ন-পূর্বক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে পূর্বেরই ন্যায় মালিকা-সেবা-দ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পেরি-ই-আল্‌বর্‌-সম্বন্ধে এইরূপ বন্দনা পঠিত হয়,—

জ্যৈষ্ঠে স্বাতীভবং বিষ্ণুরথাংশং ধন্বিনঃপুরে।
প্রপদ্যে শ্বশুরং বিষ্ণোঃ বিষ্ণুচিত্তং পুরঃশিখম্ ॥

৮। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আল্‌বর্‌

এই মহাত্মা ২৮৮ কলি-গতাব্দে, কোনো কোনো বিচার-মতে ২৮১৪ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে, অগ্রহায়ণ মাসে, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে দাক্ষিণাত্যের চোল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে শোলীয় ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হন। ইঁহার পূর্ব নাম—বিপ্রনারায়ণ। শ্রীবৈষ্ণবগণের বিশ্বাস-মতে ইনি নারায়ণের **বৈজয়ন্তী-বনমালার** অবতার।

এক সময় বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিয়া শ্রীরঙ্গমে বাস করিবার ইচ্ছা করেন। শ্রীভগবানে তুলসী ও পুষ্পাদি অর্পণই তাঁহার সেবাব্রত ছিল। অহিংসা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সর্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, তপস্যা জ্ঞান ও সত্য—এই অষ্ট প্রকার মানসপুষ্পার্চন রূপ পুষ্পমালার দ্বারা তিনি ভগবানের প্রীতিসাধন করিতেন।

তিনি নিচুলাপুরী বা উরাইউর নামক রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে শ্রীরঙ্গনাথের একটি পুষ্প-কানন নির্মাণ করিলেন। একদিন দেবদেবী নাম্নী একটি বারবনিতা চোল-রাজের প্রাসাদ হইতে নিজ-ভগ্নীর সহিত গৃহে প্রত্যা-বর্তন-কালে বিপ্রনারায়ণকে সেই পুষ্প-কানন-মধ্যে একাগ্রমনে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া তাহার ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঐ লোকটি কি পাগল? নতুবা কেন সে আমাদের রূপ-লাবণ্যের প্রতি একটুকুও দৃকপাত করিতেছে না?

তাহারা বিপ্রনারায়ণ-সম্বন্ধে পরস্পর নানাপ্রকার আলোচনা করিবার পর দেবদেবী প্রতিজ্ঞা করিল,—যেকোনো রূপেই হউক, সে বিপ্রনারায়ণকে মোহিত করিবে। একদিন দেবদেবী ছদ্মবেশে বিপ্রনারায়ণের সম্মুখে আগমন করিয়া ঐ বাগানে মালিনীর কার্য করিবার জন্য কাতরভাবে আবেদন জানাইল। সরলচিত্ত ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু কপটিনীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাকে তথায়

শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

স্থান দিলেন; কিন্তু সেই সুযোগে ঐ বারনারী সরলচিত্ত বিপ্রনারায়ণের সাধুবল ক্রমে-ক্রমে অপহরণ করিতে থাকিল। শ্রীরঙ্গনাথ কোনো কৌশলের দ্বারা নিজ ভক্তকে যোষিতের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন। বিপ্রনারায়ণ পতিতপাবন রঙ্গনাথের দয়া উপলব্ধি করিয়া আপনাকে অনুক্ষণ শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবদ্ভক্তের পদধূলি ও পদ-জলের অনুক্ষণ সেবাই তাঁহার জীবনের চিরব্রতরূপে বরণ করিলেন। তদবধি তিনি 'ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু'-নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি বহুতীর্থ-ভ্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরঙ্গনাথের সেবায়ই জীবন অতিবাহিত করিলেন।

দেবদেবীও তাঁহার পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া নিজবিত্তাদি সমস্তই শ্রীরঙ্গনাথকে অর্পণ-পূর্বক একান্তভাবে ভগবৎসেবায় ব্রতী হইলেন।

কথিত আছে যে, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ১০৫ বৎসরকাল ইহজগতে প্রকটিত ছিলেন। তিনি 'তিরুমলই' অর্থাৎ 'ধন্যমালিকা' ও 'তিরুপপল্লিয়েড়ুচ্চি' অর্থাৎ 'পরমাত্মার জাগরণ' নামক একটি স্তব ও তত্ত্বগ্রন্থ তামিল কবিতায় রচনা করিয়াছেন।

শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর বন্দনা এই—

কোদণ্ডে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে মাণ্ডঙ্গুড়িপুরোদ্ভবম্।
চোলোর্ব্ব্যাং বনমালাংশং ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুমাশ্রয়ে॥

৯। মুনিবাহন, যোগীবাহ, প্রাণনাথ বা তিরুপ্পানি আল্‌বর্

কোনো কোনো মতে আনুমানিক খৃষ্টীয় শত-শতাব্দীতে, কার্তিকমাসে, রোহিণীনক্ষত্রে নিচুলাপুরে (ওরায়ুর) তিরুপ্পানি আল্‌বর্ আবির্ভূত হন। ইনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুনিপুন ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুর **শ্রীবৎসাংশে** তাঁহার আবির্ভাব। ইনি প্যারেয়া বা চণ্ডালবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

একদিন তিরুপ্পানি কাবেরীর তীরে বীণাযন্ত্র-সহযোগে হরিকীর্তন করিতে করিতে বাহ্যদশা হারাইয়া ফেলিলেন। সেই সময় শ্রীরঙ্গনাথদেবের জনৈক পূজারী শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের জন্য কাবেরী হইতে জল লইয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিবার পথে দেখিলেন যে, একজন চণ্ডালজাতীয় ব্যক্তি পথে বীণা বাজাইতে বাজাইতে যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত পূজারীর নাম ছিল—'মুনি'। মুনি তখন তিরুপ্পানিকে অত্যন্ত রূঢ়স্বরে তিন চারিবার আহ্বান করিলেন; কিন্তু কোনো উত্তর না পাইয়া চণ্ডালকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবেন না,—এই বিচারে তাঁহার অঙ্গে লোষ্ট্র নিক্ষেপপূর্বক তাঁহাকে সেই স্থান হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিরুপ্পানি বাহ্যদশা লাভ করিয়া দেখিলেন যে, তিনি তথায় অবস্থান করায় শ্রীরঙ্গনাথের সেবকের সেবাকার্যে বিঘ্ন উৎপাদিত হইয়াছে। তখন তিনি নিজকে শত শত ধিক্কার দিলেন ও অর্চকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে সেই স্থান হইতে দূরে গমন করিলেন।

এদিকে সেই পূজারী শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ। তিনি একে একে প্রত্যেক পূজকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনো মনুষ্যই মন্দিরের অভ্যন্তরে ছিলেন না, সুতরাং কে উত্তর দিবেন? দ্বার পূর্ববৎই রুদ্ধ থাকিল।

শ্রীমুনিবাহন

এদিকে শ্রীরঙ্গনাথের স্নানের সময় অতিক্রম হইতেছে দেখিয়া মুনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন,—হয় তো তাঁহার কোনো বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকিবে, যেজন্য স্বয়ং রঙ্গনাথই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। মুনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইতে যুক্তকরে অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি শুনিতে পাইলেন যেন ঐ মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে কে বলিতেছেন,—"মুনি, আজ তুমি আমার অঙ্গে লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছ, অতএব আজ হইতে তোমার আর আমার সেবায় অধিকার নাই।" মুনি কহিলেন,—"প্রভো, আমি কখন এরূপ অপরাধের কার্য করিয়াছি?" ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—"তুমি কাবেরী-তীর্থে আমার নামসঙ্কীর্তনকারী ভক্তকে চণ্ডালজাতি-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহা আমারই অঙ্গে লাগিয়াছে। সেই মহাপুরুষ আমার দ্বিতীয় বিগ্রহ। যদি তুমি তাঁহাকে তোমার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া আমার মন্দির প্রদক্ষিণ করো, তাহা হইলে আমার মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইবে, নতুবা নহে"। মুনি ইহা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ কাবেরীতে গমন করিয়া তিরুপ্পানিকে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করাইলেন এবং শ্রীরঙ্গনাথের সপ্ত প্রাকারবিশিষ্ট সমগ্র মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন হইতেই তিরুপ্পানি আল্‌বরের নাম হইল— 'মুনিবাহন, বা 'যোগীবাহ'।

মুনিবাহনকে ভক্তগণ এইরূপ স্তব করিয়া থাকেন,—

কার্ত্তিকে রোহিণীজাতম্ শ্রীপানং নিচুলাপুরে।
শ্রীবৎসাংশং গায়কেন্দ্রং মুনিবাহনমাশ্রয়ে ॥

১০। চতুষ্কবি, পরকাল বা তিরুমঙ্গই আল্‌বর্‌

কোনো কোনো বিচারে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিরুমঙ্গই আল্‌বরের অভ্যুদয়কাল নির্ণীত হইয়াছে। ইনি কার্তিক মাসে কৃত্তিকা-নক্ষত্রে ভগবান বিষ্ণুর **শার্ঙ্গধনুর** অংশে আবির্ভূত হন।

তিরুমঙ্গই যুবাকাল হইতেই বিষ্ণুতীর্থসমূহ পর্যটন করিয়া সাধুসঙ্গ ও হরিকথা-শ্রবণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার তীর্থভ্রমণকালে চারিজন অসাধারণ বিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম শিষ্যের নাম—'তোরাবড়ক্কুন' অর্থাৎ তর্কচূড়ামণি; কেহই তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় শিষ্যের নাম—'তাড়দুয়ান্‌' অর্থাৎ দ্বারোন্মোচক; তিনি ফুৎকারমাত্রে সকল রকমের তালা খুলিয়া ফেলিতে পারিতেন। তৃতীয় শিষ্যের নাম—'নেড়েলাই মেরিপ্পান্‌' অর্থাৎ ছায়াগ্রহ। ইনি পদ-দ্বারা যে-কোনো ব্যক্তির ছায়া স্পর্শ করিতেন, অমনি তাহার গতিরোধ হইয়া যাইত। চতুর্থ শিষ্যের নাম—'নীলমেল্‌ নড়প্পান্‌' অর্থাৎ জলোপরিচর। ইনি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিতে পারিতেন। এই চারিজন শিষ্যের সহিত তিরুমঙ্গই নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তদানীন্তন জরাজীর্ণ শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ মন্দির তখন পশু- পক্ষীর আবাসন-স্থান এবং চতুর্দিক হিংস্র জন্তুর ক্রীড়াভূমি বন ও জঙ্গলে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল। কোনো একজন সেবক দিবাভাগে মাত্র একবার কিঞ্চিৎ ফুল ও জল প্রদান করিয়া প্রাণভয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ইহা দেখিয়া তিরুমঙ্গইর হৃদয়ে শ্রীরঙ্গনাথের একটি সুন্দর শ্রীমন্দির নির্মাণের ইচ্ছা হইল। তিনি তখন সশিষ্য দেশে-দেশে ধনি-সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হইলেন; কিন্তু ধনি-সম্প্রদায় তাঁহাকে ভণ্ড ও বিষয়-লোলুপ মনে করিয়া বিবিধ তিরস্কার পুরস্কার প্রদান-পূর্বক বিদায় দিতে লাগিলেন।

ইহা দেখিয়া তিরুমঙ্গই শ্রীরঙ্গনাথের সেবা করিবার জন্য আরও অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি চারিজন শিষ্যের যোগ-বিভূতিকে বিষ্ণুসেবায় লাগাইয়া উহা সার্থকতামণ্ডিত ও বিষয়িগণের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার যে শিষ্য 'তার্কিকচূড়ামণি', তাঁহাকে তিনি ডাকিয়া ধনিগণকে তর্কজালে

শ্রীচতুষ্কবি

বিজড়িত করিতে বলিলেন ও সেই অবসরে 'দ্বারোন্মোচক' শিষ্যের দ্বারা ধনিগণের ধনকোষের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটন করাইয়া যথেচ্ছভাবে ধন-রত্ন সংগ্রহ করাইলেন। তাঁহার 'ছায়াগ্রহ' শিষ্যের দ্বারা তিনি ধনশালী পথিকগণের গতিরোধ করাইয়া তাঁহাদের যাবতীয় ধন লুণ্ঠন করাইলেন। আর 'জলোপরিচর' শিষ্যের দ্বারা পরিখাবেষ্টিত রাজপুরী হইতে বহু ধন সংগ্রহ করাইলেন। বলিতে কী, তিনি যেন এক বৃহৎ দস্যুদলের অধিনায়ক হইয়া শ্রীরঙ্গনাথের সেবার জন্য অসংখ্য রত্নরাশি সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন।

তিরুমঙ্গই বিভিন্ন দেশ হইতে সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণেক আনয়ন করাইয়া শ্রীমন্দিরের কার্য আরম্ভ করাইলেন। সহস্র সহস্র শিল্পীর চারি বৎসরকাল পরিশ্রমের ফলে প্রথম বহিঃপুরী, ছয় বৎসরে দ্বিতীয়, আট বৎসরে তৃতীয়, দশ বৎসরে চতুর্থ, বার বৎসরে পঞ্চম ও আঠারো বৎসরে ষষ্ঠ বহিঃপুরীর কার্য সম্পূর্ণ হইল। সমগ্র মন্দির নির্মাণ করিতে সর্বশুদ্ধ ষাট বৎসর লাগিয়াছিল। তিরুমঙ্গই সেই সময় আশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। অন্তঃপুরী নির্মিত হইবার পর নিকটবর্তী রাজগণ তিরুমঙ্গইকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। কেহ তিরুমঙ্গইর ঐশ্বর্য-দর্শনে, কেহ বা ভয়ে সেই মহাপুরুষের সেবার আনুকূল্য করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র ভোগ-চেষ্টা না থাকায় তিনি বাহ্য-দৃষ্টিতে দস্যুবৃত্তি করিয়াও ভগবানেরই সেবা করিয়াছিলেন; স্বভোগার্থ ঐ সকল অর্থের এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরঙ্গনাথের সপ্তপ্রাকার-বেষ্টিত মন্দিরের নির্মাণ-কার্য শেষ হইল; তিনি সকলকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক প্রদান করিলেন। তিরুমঙ্গইর হস্তে এক কপর্দকও নাই, এমন সময় যে-সকল দস্যু তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, তাঁহাদের প্রায় সহস্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অর্থ দাবী করিল। তিরুমঙ্গই তখন তাঁহার জলোপরিচর শিষ্যের কর্ণে একটি সদুপদেশ দিয়া দিলেন। শ্রীরঙ্গমের মন্দির নির্মাণকালে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আনিবার জন্য যে একটি বৃহৎ পোত ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই পোতটিকে আনয়ন করিয়া

'জলোপরিচর' ঐ দস্যুগণকে উহাতে আরোহণ করাইলেন ও জানাইলেন,—যে স্থানে গুপ্তধন প্রোথিত রহিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন। সেই পোতখানিকে বর্ষাকালের গভীর কাবেরীর মধ্যভাগে লইয়া গিয়া 'জলোপরিচর' দস্যুগণের সহিত উহা জলমগ্ন করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং জলের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নিজ-গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উক্ত দস্যুগণ তিরুমঙ্গয়ের জীবন নাশ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। 'জলোপরিচর' প্রত্যাবৃত্ত হইলে মহাত্মা তিরুমঙ্গই বলিলেন,—"পাপ-বিনাশিনী ও বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী কাবেরীর জলে দস্যুগণ সমাধি লাভ করায় তাহাদের আত্মা নিশ্চয়ই রঙ্গনাথের অঙ্কে গৃহীত হইয়াছে। তুমি চিন্তিত হইও না, দস্যুবৃত্তি ও বৈষ্ণবহিংসার প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তুমি তাহাদিগকে যে বৈকুণ্ঠগমনের সুযোগ প্রদান করিয়াছ, তাহা কী তাহাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রদ হয় নাই? আমরা ভগবানের সেবার জন্যই তাহাদের সাহায্য লইয়াছিলাম; কেহ ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ঐরূপ কার্যের অনুকরণ করিলে উহা ভীষণ পাপ ও নরকের সেতু বলিয়া গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই।" কাবেরীর উত্তর শাখায় ঐ দস্যুগণের বিনাশ হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থান এখনও 'কোল্লিড়ম্‌' (Coleron) অর্থাৎ হত্যাস্থান নামে পরিচিত।

তিরুমঙ্গই আল্‌বর্‌-রচিত কতিপয় স্তোত্র তামিল ভাষার সাহিত্যে বর্তমান আছে। তিরুমঙ্গই আল্‌বরের বন্দনাসূচক এইরূপ শ্লোক শ্রুত হয়,—

কার্ত্তিকে কৃত্তিকাজাতং চতুষ্কবিশিখামণিম্‌।
ষট্‌প্রবন্ধকৃতং শার্ঙ্গমূর্ত্তিং কালীয়নাশ্রয়ে ॥

১১। গোদাদেবী বা আণ্ডাল

একদিন পেরি-ই-আল্‌বর্‌ বটপত্রশায়ী ভগবানের সেবার জন্য তুলসী-কানন-মধ্যে তুলসী চয়ন করিতেছিলেন; তখন অকস্মাৎ তথায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ন্যায় পরমা সুন্দরী এক শিশুকন্যা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন-পূর্বক তিনি ঐ কন্যার পালনভার গ্রহণ করিলেন। কন্যারত্নটি অতি শিশুকাল হইতেই নারায়ণে স্বাভাবিক প্রীতিযুক্তা ছিলেন। ইনি সর্বদা মধুর হরিকথা বলিতেন বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছিল—"গোদা',—"গাং মনোহরাং বাচং দদাতি ইতি গোদা"। শ্রীগোদাদেবী ৩০০৫ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে আষাঢ় মাসের পূর্ব ফল্গুনী নক্ষত্রে আবির্ভূত হন। ইনি শ্রীবিষ্ণুর নীলা-শক্তির অবতার। ইঁহার অপর নাম—'আণ্ডাল' বা রঙ্গনায়িকা'।

বয়স্থা হইলে বিষ্ণুচিত্ত তাঁহার পালিত কন্যা গোদাকে বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু গোদা 'নারায়ণ ব্যতীত কোনও মর্ত্যজীবকে পতিরূপে বরণ করিবেন না',—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করায় বিষ্ণুচিত্ত অত্যন্ত ভাবনাগ্রস্ত হইলেন। অবশেষে তিনি একদিন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যেন তাঁহাকে নারায়ণ বলিতেছেন,—"গোদা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—আমার নীলা-শক্তি, তাঁহাকে তুমি আমার সহিত বিবাহ দাও"। এদিকে সেই রাত্রিতে বিষ্ণুমন্দিরের পূজারীও স্বপ্নে এইরূপ আদিষ্ট হইলেন,—"তুমি বিবাহের উপযোগী যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আগামী প্রাতঃকালেই বিষ্ণুচিত্তের গৃহে উহা লইয়া যাইও এবং তাঁহার কন্যাকে নানাপ্রকার আভরণে সজ্জিত করাইয়া শিবিকা-সহযোগে আমার মন্দিরে লইয়া আসিও"। এই কথা জানিবামাত্র বিষ্ণুচিত্ত বিশেষ আনন্দিত হইয়া গোদাকে বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অসংখ্য লোক শিবিকার অনুগমন করিলেন। যখন গোদা মন্দিরের মধ্যে প্রবিষ্ট

শ্রীগোদাদেবী

হইলেন, তখন ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁহার বাহু প্রসারিত করিয়া গোদাকে আলিঙ্গন করিলেন। অপ্রাকৃত বিষ্ণুশক্তি গোদা শ্রীঅর্চাবতারে নিত্য আলিঙ্গিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে বিষ্ণুচিত্তকে কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত দেখিয়া ভগবান নারায়ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"আজ হইতে আপনি আমার শ্বশুর হইলেন, আপনি গৃহে গমন করুন, গোদা আমারই নিকট নিত্য অবস্থান করিবে।" সে-দিন হইতে বিষ্ণুচিত্তের নাম হইল—'পেরি-ই-আল্‌বর' বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিব্যসূরি! গোদাদেবী তামিল ভাষায় 'তিরুপ্পাভই' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন,—'নাচ্চিয়ার তিরুমড়ি' নামক গ্রন্থও তাঁহার রচিত। গোদাদেবীর বন্দনা এই—

আষাঢ়ে পূর্ব্বফল্গুন্যাং তুলসীকাননোদ্ভবাম্।
পাণ্ড্যে বিশ্বম্ভরাং গোদাং বন্দে শ্রীরঙ্গনায়িকাম্ ॥

১১। মধুর কবি বা মধুর কবিগল্ আল্বর্

শঠকোপের প্রিয় শিষ্য মধুর কবি তিরুক্কোভেলুর নামক স্থানে কোনো ব্রাহ্মণ-বংশে কলি ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো মতে ইঁহার আবির্ভাব-কাল ৩২২৪ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ। ইনি চৈত্র মাসে চিত্রা-নক্ষত্রে শুক্রবার দিবসে আবির্ভূত হন। 'তেঙ্গেলাই গুরুপরম্পরাই'র মতে ইনি বিষ্ণুদূত কুমুদের অংশ। আবার কোনো মতে ইনি কুমুদ ও গরুড়—উভয়েরই অংশাবতার। ইঁহার পিতার নাম—নারায়ণ। তিনি খুব মধুর কণ্ঠে ভগবানের স্তোত্র কীর্তন করিতেন বলিয়া 'মধুর কবি' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

শঠকোপ যখন ষোল বৎসর বয়স্ক, তখন একদিন তীর্থ পর্যটনার্থ অযোধ্যা-পুরীতে আগত মধুর কবি একটি দিব্য মধুর আলোক দর্শন করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে করিতে ক্রমে-ক্রমে শ্রীনগরীতে উপনীত হন এবং তথায় মহাভক্তিযোগ-সমাধি-নিমগ্ন শঠকোপকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট জীবের চরম গতি সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মধুর কবি সম্বন্ধে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে এইরূপ শ্লোক শ্রুত হইয়া থাকে,—

চৈত্রে চিত্রাসমুদ্ভূতম্ পাণ্ড্যদেশে খগাংশকম্।
শ্রীপরাঙ্কুশসদ্ভক্তং মধুরং কবিমাশ্রয়ে॥

১২। শ্রীরামানুজ, যংবারুমানার, উদইয়াবার বা ইলাই আল্‌বর্‌

মাদ্রাজ নগর হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে শ্রীপেরম্‌ভেদুর নামক গ্রামে ৯৩৯ শক-শতাব্দীতে, ১০১৭ খৃষ্টাব্দে ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা হারীতের বংশোদ্ভব কেশবাচার্য-নামক ব্রাহ্মণ ও শ্রীযামুনাচার্যের শিষ্য শ্রীশৈলপূর্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কান্তিমতীকে পিতা ও মাতা স্বীকার করিয়া এক অভূতপূর্ব পুত্ররত্ন আবির্ভূত হন। ইনিই পরবর্তিকালে 'শ্রীরামানুজাচার্য'নামে ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীরামানুজের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। নবজাত বালকে শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের ন্যায় লক্ষণ-সমূহ দেখিতে পাইয়া শৈলপূর্ণ বালককে 'লক্ষ্মণ' নামে অভিহিত করেন।

অতীব শৈশবকাল হইতেই লক্ষ্মণের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অমানুষী প্রতিভা ও বিষ্ণুজনে শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হইল। বাল্যকালেই লক্ষ্মণ শূদ্রকুলোদ্ভূত কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পদসেবা প্রভৃতি করিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন।

ষোল বৎসর বয়সে লক্ষ্মণ মাতা-পিতার আগ্রহে দার-পরিগ্রহ করেন। কেশবদীক্ষিত পরলোক গমন করিলে লক্ষ্মণ কাঞ্চিতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি কাঞ্চির যাদবাচার্য-নামক জনৈক প্রতিষ্ঠাশালী কেবলাদ্বৈতবাদী অধ্যাপকের নিকট বেদান্ত-শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। লক্ষ্মণের মাসতুত ভাই গোবিন্দও লক্ষ্মণকে যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে দেখিয়া যাদবের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন। ছান্দগ্যোপনিষদের ''তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী (১।৬।৭) মন্ত্রাংশের 'কপ্যাসং' শব্দের অশ্লীল ব্যাখ্যা-শ্রবণে লক্ষ্মণ বিশেষ ব্যথিত হন ও ক্রমে-ক্রমে যাদবপ্রকাশের কেবলাদ্বৈতপর ব্যাখ্যায় বহু ভ্রম প্রদর্শন করিতে থাকিলে যাদব

শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য

লক্ষ্মণকে নানা ষড়যন্ত্রে হত্যা করিবার প্রয়াস করেন; কিন্তু লক্ষ্মণ যাদবের সমস্ত ষড়যন্ত্র হইতে স্বয়ং নারায়ণের দ্বারা অত্যাশ্চর্যরূপে রক্ষিত হন।

দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের বৈষ্ণবী প্রতিভার কথা শুনিতে পাইয়া লক্ষ্মণই যে ভবিষ্যতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংরক্ষক হইবেন, তাহা বুঝিতে পারেন। লক্ষ্মণ শ্রীবরদরাজের মন্দিরে পূর্ণাচার্যের মুখে যামুনাচার্যের রচিত স্তোত্ররত্ন শ্রবণ করিয়া যামুন মুনির দর্শন-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। পূর্ণাচার্য লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু পথে যামুনাচার্যের অপ্রকট-বার্তা শুনিতে পান। শ্রীযামুনাচার্যের চিদানন্দ কলেবরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখেন যে, যামুন মুনির হস্তের তিনটি অঙ্গুলি সঙ্কুচিত রহিয়াছে। শ্রীলক্ষ্মণদেশিক ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, ঐ মহাত্মার তিনটি ভুবনমঙ্গল মনোভীষ্ট অপূর্ণ রহিয়াছে। তখন অনুসন্ধানের দ্বারা সেই তিনটি মনোভীষ্টের কথা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণ সর্বসমক্ষে যথাক্রমে তিনটি প্রতিজ্ঞা করিবামাত্র তিনটি অঙ্গুলি ক্রমে-ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে। প্রতিজ্ঞা তিনটি এই,— (১) "আমি শ্রীবৈষ্ণব-মতে অবস্থিত হইয়া জীবদিগকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন, দ্রাবিড়-আম্নায়-পারদর্শী ও প্রপত্তিধর্ম-নিরত করাইব"। (২) "আমি বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিব"। (৩) "পরাশর ঋষি জীব, ঈশ্বরাদির স্বভাব ও উপায় প্রভৃতি প্রকাশ-পূর্বক যে পুরাণরত্ন রচনা করিয়াছেন, আমি তাহার অভিধান নির্মাণ করিব।"

লক্ষ্মণদেশিক শ্রীপূর্ণাচার্যের দ্বারা যথাবিধি পঞ্চ সংস্কার-সম্পন্ন হইলেন। পূর্ণাচার্য লক্ষ্মণকে দীক্ষিত করিয়া কাঞ্চিপুরীতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ-পত্নী পূর্ব হইতেই কর্মজড় স্মার্ত-স্বভাব-বিশিষ্টা ছিলেন। একদিন লক্ষ্মণ-পত্নী কূপ হইতে জল তুলিবার সময় মহাপূর্ণের ভার্যার রজ্জু হইতে একবিন্দু জল লক্ষ্মণ-পত্নীর কলসীতে পতিত হওয়ায় লক্ষ্মণ-ভার্যা গুরুপত্নীর অকৌলীন্যের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট মর্মন্তুদ রূঢ়-

বাক্য প্রয়োগ করিলেন। লক্ষ্মণদেশিক এই কথা জানিতে পারিয়া গুরু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষিণী পত্নীর দুঃসঙ্গ চিরতরে পরিহারের জন্য কৌশলে তাঁহাকে পিতৃগৃহে প্রেরণ করিয়া অনন্তসরোবরের তটে বরদরাজের সম্মুখে শ্রীযামুনাচার্যকে স্মরণ-পূর্বক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীরামানুজের ঐশ্বর্য-দর্শনে যাদবপ্রকাশও রামানুজের পদাশ্রিত হইয়া ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্বক 'শ্রীগোবিন্দদাস'-আখ্যায় ভূষিত হইলেন। শ্রীরামানুজ যামুনা-শিষ্য শৈলপূর্ণের দ্বারা তাঁহার মাসতুত ভাই গোবিন্দকেও মায়াবাদের বিচার হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন।

মহাপূর্ণের নিকট হইতে শ্রীরামানুজ গোষ্ঠিপুর গ্রামস্থ যামুন-শিষ্য মহাভাগবত গোষ্ঠিপূর্ণের নাম শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকট অভিগমন-পূর্বক কৃপা প্রার্থনা করিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণও রামানুজের তত্ত্বজ্ঞান-স্পৃহা ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যান করিয়া, পরে তাঁহাকে সরহস্য মন্ত্র প্রদান করেন ও সেই মন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী শ্রীরামানুজ ৭৪ জন ব্যক্তিকে সমবেত করিয়া সেই মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিলেন। শ্রীরামানুজ বলিলেন,—যদি তাঁহার ন্যায় এক ব্যক্তির নরক-লাভের পরিবর্তে বহু ব্যক্তির মঙ্গল হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা করিতে বিরত হইবেন কেন? গোষ্ঠিপূর্ণ রামানুজের মহদন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া নিজ-পুত্র সৌম্যনারায়ণকে শ্রীরামানুজের নিকট দীক্ষিত করাইলেন।

শ্রীরামানুজের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি ব্যক্তি শ্রীরঙ্গনাথের অর্চকগণের দ্বারা আচার্যের আহার্য ভগবৎপ্রসাদে বিষ মিশ্রিত করিবার ষড়যন্ত্র করেন; কিন্তু প্রধান পূজকের পত্নী ইহা প্রকাশ করিয়া দেন। আর একদিন রঙ্গদেবের প্রধান অর্চক স্বয়ংই নিজ-হস্তে শ্রীরঙ্গনাথদেবের স্নানজলের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রামানুজকে প্রদান করিলে শ্রীরঙ্গনাথের কৃপায় তাহাও ব্যর্থ হইল।

শ্রীরামানুজ পূর্বাচার্য বোধায়নের বৃত্তির অনুসরণে ‘শ্রীভাষ্য’ নির্মাণ করিতে বিশেষ অভিলাষী হইয়া কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত সারদাপীঠ (বৃজব্ররো) হইতে উক্ত বৃত্তিটি আনিবার জন্য শিষ্য কুরেশের সহিত তথায় গমন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ঐ গ্রন্থখানি লুকাইয়া রাখেন; কিন্তু রাত্রিকালে সারদাদেবী স্বয়ং শ্রীরামানুজের হস্তে এই গ্রন্থখানি প্রদান করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে স্থান-পরিত্যাগের আদেশ দেন। ঐ গ্রন্থখানি পুস্তকাগারে না দেখিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণ পলায়িত রামানুজকেই অপহরণকারী বলিয়া স্থির করেন। একমাসকাল দিবারাত্র দ্রুতবেগে গমন করিয়া তাঁহারা শ্রীরামানুজকে ধরিয়া ফেলেন। শ্রুতিধর কুরেশ একমাসকাল প্রতি রাত্রিতে সমস্ত বোধায়ন-বৃত্তিটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। উহা পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই তিনি আপনার স্মৃতিপট হইতে লিখিয়া শেষ করিলেন ও শ্রীভাষ্য-রচনাকালে আচার্য শ্রীরামানুজের লেখক হইলেন। শ্রীরামানুজ দ্বিতীয়বার সারদাপীঠে গমন করিয়া ‘ভাষ্যকার’ আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং বারাণসী ও পুরীতে আগমন-পূর্বক পঞ্চরাত্র-মত প্রচার করেন। অতঃপর তিনি অহোবল-নৃসিংহমন্দিরে পঞ্চরাত্র-বিধান-মতে পূজা-প্রবর্তন ও তথায় এক মঠ নির্মাণ করাইয়া প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করেন। ধর্মদাস নামক শূদ্রকুলোদ্ভূত এক দুর্দান্ত মল্লবীর রামানুজের কৃপা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণোত্তমরূপে সম্মানিত হইলেন। এই সময় শ্রীমহাপূর্ণ শ্রীযামুনাচার্যের এক শূদ্রকুলোদ্ভূত শিষ্যকে ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করায় স্মার্ত-সমাজ শ্রীরামানুজের গুরু শ্রীমহাপূর্ণকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে থাকিলে “বৈষ্ণব কখনও জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন—শ্রীরামচন্দ্র তির্যক-যোনিজ জটায়ুর সংস্কার ও যুধিষ্ঠির বিদূরের পূজা করিয়াছিলেন”,—ইহা শ্রীরামানুজাচার্য জানাইলেন।

স্মার্তমতাবলম্বী শৈব চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ শ্রীরামানুজকে তাঁহার রাজ্য-মধ্যে ধরিয়া আনিবার জন্য একটি বলিষ্ঠ রাজপুরুষকে প্রেরণ করেন। কুরেশ

রামানুজের গৈরিকবেশ পরিধান-পূর্বক উক্ত দূতগণের সহিত চোলরাজের সভায় গমন করিয়া আপনাকে 'রামানুজ' বলিয়া পরিচয় দেন। যখন কুরেশ কিছুতেই মায়াবাদাশ্রিত শৈব-মত স্বীকার করিলেন না, তখন কৃমিকণ্ঠের আদেশে কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইল। ইহার পরেই কৃমিকণ্ঠের কণ্ঠে এক ভীষণ ক্ষত ও ক্ষতস্থানে কৃমি উৎপন্ন হইয়া তাহার প্রাণ হরণ করিল।

শ্রীরামানুজ যাদবাদ্রিতে লুপ্তসেবা-উদ্ধার, সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ এবং 'চেনগামী'তে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

আচার্য শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রকটকালের শেষ ষাট বৎসর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বাস করিয়া তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা সর্বত্র বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করাইয়াছিলেন। এই সময় আচার্যের কতিপয় শিষ্য আচার্যমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করেন। শ্রীরঙ্গমে আচার্যের প্রকটকালেই তাঁহার শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর একদিন আচার্য শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশের ইচ্ছা জানাইলেন ও উপযুক্ত শিষ্যগণের উপর প্রচারের বিভিন্ন ভার অর্পণ করিয়া ১০৫৯ শকাব্দের মাঘী শুক্লা দশমী-তিথি শনিবার মধ্যাহ্নকালে বৈকুণ্ঠবিজয় করিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—

শ্রীশৈলপূর্ণের	প্রদত্ত	নাম	লক্ষ্মণ
শ্রীবরদরাজের	,,	,,	যতীন্দ্র
শ্রীরঙ্গনাথের	,,	,,	উদইয়াবার
শ্রীগোষ্ঠিপূর্ণের	,,	,,	যংবারুমানার
শ্রীসারদাদেবীর	,,	,,	ভাষ্যকার
শ্রীমহাপূর্ণের	,,	,,	শ্রীরামানুজাচার্য

Sri Sri Albernather Lilabali O Dwadash Alber

e-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org